বুড়ির ঘুড়ি

শফীউদ্দীন সরদার

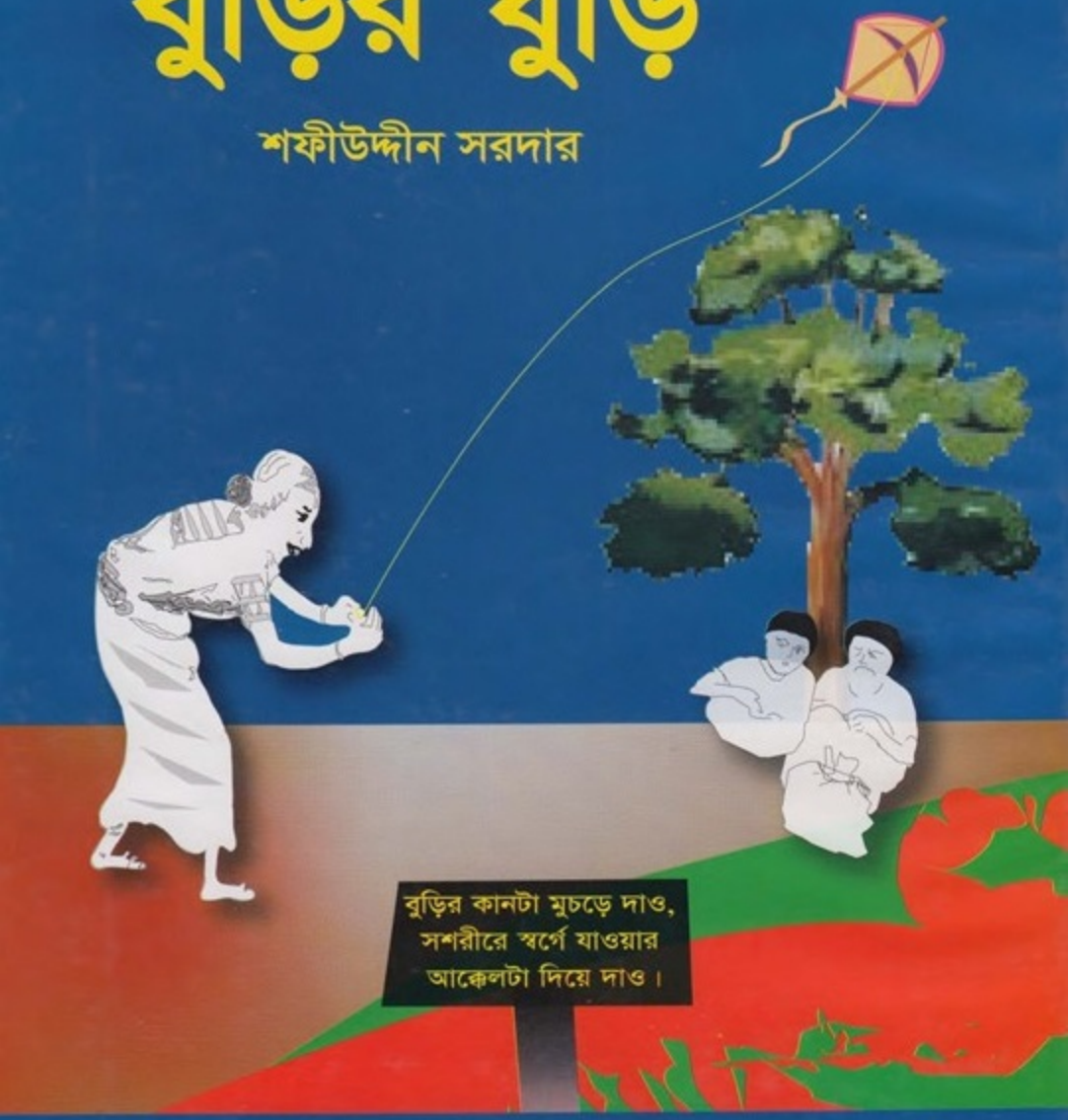

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

বুড়ির ঘুড়ি

শফীউদ্দীন সরদার

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

বুড়ির ঘুড়ি

শফীউদ্দীন সরদার

প্রকাশক
এস এম রইসউদ্দিন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

প্রধান কার্যালয়
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০
ফোন- ৬৩৭৫২৩ মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০২

মতিঝিল কার্যালয়
১২৫ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪
মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০১

স্বত্ব
কবি'র উত্তরাধিকারীগণ

প্রকাশকাল
একুশে বইমেলা ২০১৪

মুদ্রণে
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ
মোঃ আব্দুল লতিফ

মূল্য
১২০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০
ফোন- ৬৩৭৫২৩, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০২
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোন- ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০১
১৫০-১৫২ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫ ফোন-৯৬৬৩৮৬৩
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০-ফোন -৯৫৭৪৫৯০

Burir Ghuri Written by Shafiuddin Sarder and Published by: S.M. Raisuddin, Director (Publication), Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.
Price : 120.00 only USD: $ 3.00 **ISBN 984-70241-0066-5**

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার জামাই
শিল্পী মনিরুল ইসলাম নান্টুকে

www.pathagar.com

লেখকের কথা

গল্পগুলো পাঠকের ভাল লাগলে, আমার পরিশ্রম স্বার্থক হবে এবং আমার চিন্তাভাবনায় এমন আরো যেসব গল্প আছে, তা লিখতে উৎসাহ পাবো।

- শফীউদ্দীন সরদার

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ ইতিপূর্বে শফীউদ্দীন সরদারের বেশ কয়েকটি উপন্যাসগ্রন্থ প্রকাশ করেছে। ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে অনেক উপন্যাস ও অন্যান্য সাহিত্য রচনা করেছেন যাতে শিশু-কিশোরের মনে আদর্শ শিক্ষার আভা বিভিন্নভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তিনি সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই বিচরণ করেছেন এবং প্রতি গ্রন্থের ক্ষেত্রে সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। রূপকথার আঙ্গিকে প্রতিটি ছোটগল্প লিখলেও পাঠকের চাহিদা উপযোগী ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত **'বুড়ির ঘুড়ি'** শিশু-কিশোর মন আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলে মনে করি।

শফীউদ্দীন সরদার **'বুড়ির ঘুড়ি'** বইটিতে তিনটি গল্প সমন্বয় করেছেন। তার এই লেখনিতে রূপকথারই কল্পকাহিনী প্রস্ফুটিত হয়েছে।

শিশু-কিশোর সাহিত্য **'বুড়ির ঘুড়ি'** প্রকাশ করতে পেরে সোসাইটি গর্বিত ও আনন্দিত। আশা করি গল্পগুলো শিশু-কিশোর পাঠকদের ভাল লাগবে।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বুড়ির ঘুড়ি # ০৭
মাতবরের পীর বাবা # ১৯
আল্লাহর গজব # ৩৫

www.pathagar.com

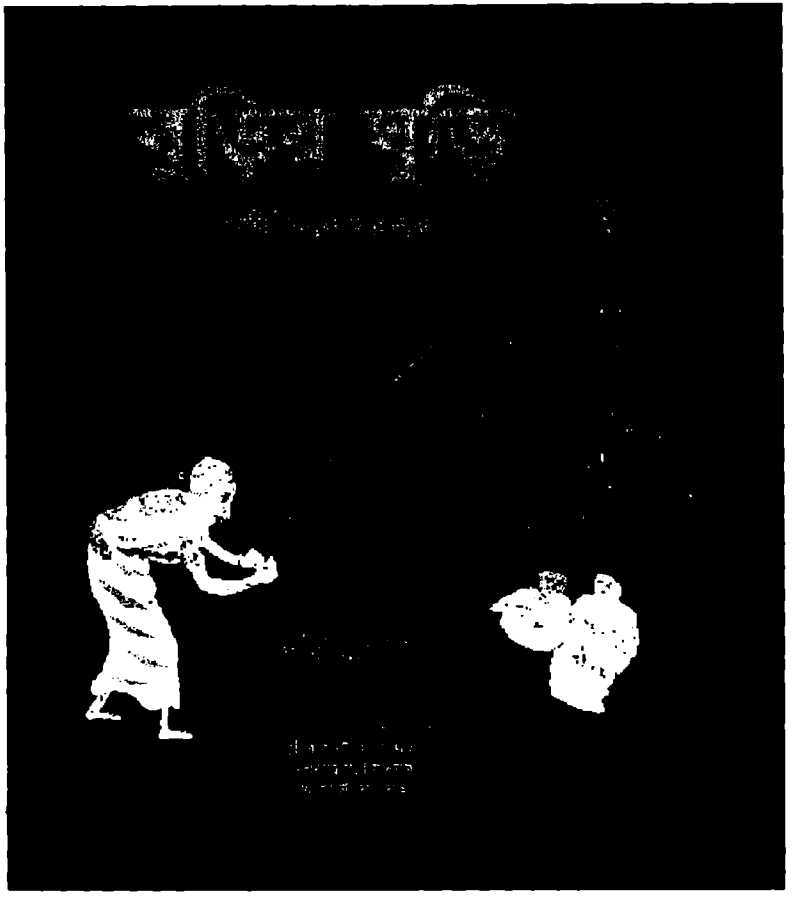

বুড়ির ঘুড়ি

উস্তাদ যাচ্ছে আগে আগে। পোঁট্‌লা কাঁধে সাগরেদ যাচ্ছে উস্তাদের পিছে পিছে। ধূ ধূ তেপান্তরের মধ্যে দিয়ে পথ। কাটফাটা রোদ। আকাশ থেকে যেন আগুন ঝরে পড়ছে। কাছে কোলে কোথাও না আছে বাড়ীঘর, না আছে গাছপালা। উস্তাদ যাবে তার নিজের উস্তাদের সাথে দেখা করতে। উস্তাদের উস্তাদকে দেখার সাগরেদের বড় শখ। তাই পোঁট্‌লা কাঁধে সাগরেদও যাচ্ছে উস্তাদের পিছে পিছে।

কিন্তু পথটা বড় খারাপ। পথের মাঝে মাঝে নানা রকম ঝুট ঝামেলা। তবু এই পথ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই। তাই বাধ্য হয়ে এই পথই ধরেছে উস্তাদটা।

www.pathagar.com

এই পথে অনেক হাঁটার পর পাওয়া গেল গাছ গাছড়ার ছায়া মস্তবড় এক পাকুর গাছ ঘিরে বেশ কিছু গাছগাছড়া আর সেই গাছ গাছড়ার ছায়া। এটা একটা চৌরাস্তা। এখানে এই রাস্তার বাঁ থেকে আর একটা রাস্তা এসে এই রাস্তার উপর দিয়ে বরাবর চলে গেছে ডান দিকে। তাঁ তাঁ রোদের মধ্যে লম্বা পথ হেঁটে এসে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল তারা। ছায়া পেয়েই তারা ধপধপ করে বসে পড়লো ঐ পাকুর গাছের নীচে। বসতে বসতে সাগরেদটা আপন মনে বললো-বা-ব্বা! কি রোদ! জানটা এতক্ষণ আসি যাই করছিলো!

তা করবেই তো। এই কড়া রোদের মধ্যে সেই কতক্ষণ ধরে হাঁটছে তাঁরা। এবার এই গাছের ছায়ায় বসার পর জানটা তাদের ফিরে এলো।

বসে বসে দুইজনই কিছুক্ষণ হাঁপালো। এর পর উস্তাদটা পাকুর গাছটার একপাশে যেতে লাগলো। সেদিকে তাকিয়েই সাগরেদটার চক্ষু চড়কগাছ। কি তাজ্জব কি তাজ্জব! সাগরেদটা দেখে– পাথরের তৈরী একটা মাজা হেলে পড়া বুড়ি। বুড়ির হাতে পাথরের তৈরী এক ঘুড়ি। ঘুড়ির দিকে চেয়ে বুড়িটা দাঁত বের করে হাসছে। কি বড় বড় আর ফাঁক ফাঁক তার দাঁত। দেখলেই মনে হয় সে একটা ডাইনী।

উস্তাদ উঠে গিয়ে বুড়ির এক কান শক্ত করে মুচ্‌ড়ে দিলো। কি ব্যাপার কি–ব্যাপার বলে সাগরেদটাও উঠে গিয়ে ঘটনাটা জানতে চাইলো। উস্তাদ তখন বুড়ির পাশে রাখা আর একটা পাথরের প্লেট মানে সাইনবোর্ড দেখিয়ে দিলো। সাগরেদ দেখলো সেই সাইন বোর্ডে লেখা আছে- "বুড়ির-কানটা মুচ্‌ড়ে দাও। সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার আক্কেলটা দিয়ে দাও।"

দেখে সাগরেদের আক্কেল গুরুম। সে উস্তাদকে বললো- এ কথা কে লিখলো উস্তাদ?

উস্তাদ বললো– যিনি ঐ পাথরের বুড়িটা বানিয়েছেন, তিনি।

ঃ কেন উস্তাদ, সে কথা লিখলো কেন?

উস্তাদ বললো– এটা তো একটা চৌরাস্তা। বহু লোক এই চৌরাস্তা দিয়ে চারদিক যাতায়াত করে। যাওয়ার পথে তারা সবাই পাথরের ঐ বুড়িটার কান মুচ্‌ড়ে দিক, সেই জন্যে লিখেছেন।

সাগরেদ বললো- সবাই বুড়ির কান মুচ্‌ড়ে দেয়?

উস্তাদ বললো- দেয়ই তো। যার ইচ্ছে হয়, সে-ই মুচ্‌ড়ে দেয়।

বলতে বলতে উস্তাদ ফিরে এসে আবার ঐ গাছের ছায়ায় বসলো। সাগরেদও ফিরে এসে তার পোঁট্‌লার কাছে বসলো। এরপরই সে আবার বললো– কেন উস্তাদ, ও কথা লিখলো কেন।

www.pathagar.com

উস্তাদ বললো– ঐ যে বললাম, বুড়ির কানটা সবাই মুচ্‌ড়ে দিক, সেই জন্যে।

ঃ কেন– কেন? মুচ্‌ড়ে দেবে কেন?

ঃ সে অনেক কথা।

ঃ কি কথা উস্তাদ?

ঃ বললামই তো। সে অনেক কথা। এক কথায় কি বলা যায়।

সাগরেদটাও ছাড়ার বান্দা নয়। সে বললো তাহলে অনেক কথাতেই বলুন উস্তাদ।

উস্তাদ ঘাব্‌ড়ে গেল। বললো- ওরে বাবা! অত কথা বলতে গেলে তো এখানেই বেলাটা পড়ে যাবে।

ঃ তা পড়ুক। তবু বলুন।

ঃ তার মানে?

ঃ না বললে আমি এখান থেকে নড়বো না উস্তাদ।

ঃ নড়বে না মানে? তুমি যাবেনা আমার উস্তাদকে দেখতে?

সাগরেদের ঐ এক কথা। সে বললো– আপনি না বললে আমি এখান থেকেই বাড়ী ফিরে যাবো। আপনার উস্তাদকে দেখতে আমি যাবো না।

উস্তাদ বললো– সে কি ! আমি একা যাবো?

ঃ আপনার দরকার যখন, তখন একাই যান।

ঃ ঐ পোঁট্‌লাটা? ওটা বইবে কে? কত ভারী পোঁট্‌লা। অনেক জিনিসপত্র ওর মধ্যে। ওটা বইবে কে?

ঃ আপনিই বইবেন উস্তাদ।

ঃ ওরে বাবা! আমি একা পারি? মাঝে মাঝে তুমি না বইলে আমি একা বইতে পারি?

ঃ আমি যাবোই না তো বইবো কি উস্তাদ?

উস্তাদটা ভীষণ বিপদে পড়ে গেল। বললো– আরে– আরে! কি তাজ্জব! আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি চলো, আমি যেতে যেতে বলবো সব কথা।

সাগরেদ সে বান্দাই নয়। সে বললো– এখানেই সব কথা না বললে, আমি এখান থেকে ওঠবোই না।

চরম বেকায়দায় পড়ে গেল উস্তাদ। সে এখন কি করে? তাই দুঃখ করে বললো– আমি এখন তাহলে কি করবো ?

সাগরেদের ঐ এক কথা। সাগরেদ বললো–এখানেই বসে থাকবেন আর সব কথা বলবেন।

www.pathagar.com

ঃ সব কথা বলবো?

ঃ হ্যাঁ উস্তাদ। সব কথা বললে আবার আমি পোঁট্‌লা নিয়ে আপনার পিছে পিছে যাবো। পোঁট্‌লাটা আপনাকে একা বইতে হবে না।

উস্তাদ আর কি করে! তারও আর উঠা হলো না। বাধ্য হয়ে ওখানে বসে থেকেই উস্তাদ ঘটনাটা বলতে শুরু করলো–

অনেক দিন আগের কথা। এই বনের পাশেই ছিল এক মস্তবড় রাজ্য। নাম নূরনগর। নূরনগর রাজ্যের সুলতান শাহ আলম ছিলেন খুবই ভাল মানুষ। তাঁর উজির নূরে আলম ছিলেন আরো ভাল মানুষ। সৎ, দয়ালু আর বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন নূরে আলম। এই উজিরের সৎ পরামর্শেই রাজ্যের চরম উন্নতি হয়েছিল। চরম সুখ শান্তি বিরাজ করতো দেশে। ধনে জনে ভরপুর ছিল সকল লোকের ঘর।

এই নূরে আলমের ছেলে মুহাম্মদ আলী ছিল এক আজব ছেলে। যেমনই তার সুন্দর চেহারা, তেমনই তার শক্তি। যুদ্ধ- লড়াইয়ে কেউ তার সাথে পারতো না। আর বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান? ওরে বাবা! সে ঐ রাজ্যের সকল স্কুল-মাদ্রাসা থেকে ফার্স্ট হয়ে পাশ করা ছেলে। এদিকে আবার তার বুদ্ধির তুলনা নেই। তার বুদ্ধির কথা বলেই শেষ করা যাবে না। তার মতো এত বুদ্ধিমান মানুষ আর একটাও ঐ রাজ্যে ছিল না।

কোন সমস্যা দেখা দিলেই সবাই ছুটে আসতো মুহাম্মদ আলীর কাছে। তার কাছে আসতো পরামর্শ নেয়ার জন্যে। সমস্যা দূর করার পরামর্শ। সকল সমস্যা, সকল বিপদ-আপদ মুহাম্মদ আলীর বুদ্ধিতেই, মানে মুহাম্মদ আলীর পরামর্শেই দূর হয়ে যেতো। মুহাম্মদ আলী ছিল উজির সাহেবের একমাত্র ছেলে। মুহাম্মদ আলী ছাড়া উজির সাহেবের আর কোন ছেলে মেয়ে ছিল না।

ওদিকে সুলতান শাহ আলমেরও আবার একটাই মাত্র সন্তান। সন্তান মানে, একটাই মাত্র মেয়ে। নাম আলেয়া বেগম। সুলতানের কোন পুত্র সন্তান না থাকলেও সুলতানের কোন দুঃখ ছিল না। তাঁর মেয়ে আলেয়া বেগমই সুলতানের সকল অভাব পূরণ করে দিয়েছিল। আলেয়া বেগম ও আবার খুবই সুন্দরী মেয়ে। তার উপর, সে খুবই বুদ্ধিমতী, সৎ আর লেখা পড়া জানা মেয়ে। কোন অহংকার বা হিংসা তার মধ্যে ছিল না।

এই আলেয়া বেগম ভালবাসতো মুহাম্মদ আলীকে। মুহাম্মদ আলীও ভালবাসতো আলেয়াকে। ছোটকালেই আলীর ভাল লাগে আলেয়াকে আর আলেয়ারও ভাল লাগে আলীকে। বড় হওয়ার পার তাদের সেই ভাল লাগার জন্যে তাদের মধ্যে গভীর ভালবাসা হয়ে যায়। এই ভালবাসা হওয়ার পর আলেয়াকে এক মুহূর্ত না দেখলে আলীর মন খারাপ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

সে কারণে সুলতানও চান তাঁর মেয়ে আলেয়াকে আলীর সাথে বিয়ে, মানে শাদি দিতে, উজির সাহেবও চায় তাঁর ছেলে আলীকে আলেয়ার সাথে শাদি দিতে। সব ঠিকঠাক হয়ে আছে। কিছু দিন পরেই ধুমধাম করে শাদি হবে এদের।

কিন্তু এই সময়ই দেশে এক মহা বিপদ দেখা দিল। হঠাৎ করেই দেশের সুন্দরী মেয়েরা হারিয়ে যেতে লাগলো। কোন গরীব ঘরের সুন্দরী মেয়ে নয়। রাজা-বাদশাহ আর জমিদারের ঘরের সুন্দরী মেয়েরা হারিয়ে যেতে লাগলো। এ নিয়ে দেশে হাহাকার পড়ে গেল। এর মধ্যে শাদি এদের হয় কি করে?

সবারই এখন চিন্তা হলো—এ সমস্যা নিয়ে কি করা যায়? যাদের মেয়ে হারিয়ে যেতে লাগলো তারা ছাড়াও, যে সব রাজা জমিদারের ঘরে সুন্দরী মেয়ে ছিল তারাও ভাবতে লাগলো— এ সমস্যার সমাধান কি? মানে, এই সমস্যা থেকে বাঁচার উপায় কি?

অনেকেই বলতে লাগলো— এই বিপদ থেকে বাঁচতে যদি চাও তো উজিরের ছেলে আলীর কাছে যাও। আলী ছাড়া এ সমস্যার সমাধান আর কেউ দিতে পারবে না।

ব্যাস্। আর কথা কি? দলে দলে লোক মুহাম্মদ আলীর কাছে আসতে লাগলো এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে। এই সমস্যা থেকে কিভাবে বাঁচা যাবে, সেই পরামর্শ চাওয়ার জন্যে।

শুনে মুহাম্মদ আলী বললো— পরামর্শ তো এখনই দেয়া যাবে না। মেয়েরা কিভাবে হারিয়ে যাচ্ছে, সেটা আগে জানা দরকার। আপনারা আমাকে কিছুদিন সময় দিন। আমি আগে খোঁজ নিয়ে দেখি, ঘটনাটা কি! ঘটনাটা জানতে পারলে কিভাবে এই বিপদ থেকে বাঁচা যায় সে পরামর্শ দিতে পারবো আমি। বাঁচার পথটা বলে দিতে পারবো।

সবাইকে বিদায় করে দিয়ে আলী এবার বেরোলো ঘটনাটা খুঁজে দেখতে। নানান কায়দায় খবর নিয়ে আলী জানতে পারলো এটা একটা ডাইনী বুড়ির কাজ। এই ডাইনী বুড়ি ভিক্ষে করার নামে ঐ সব বড়লোকের সুন্দরী মেয়েদের খুঁজে বেড়ায়। তাদের পেলেই ঐ বুড়ি আজব জিনিস দেখাবো বলে মেয়েদের ডেকে নিয়ে যায়। ডাইনীর চোখে ভানুমতির মন্ত্র আছে। ঐ চোখের দিকে তাকালেই ঐ মেয়েরা তখন আপ্‌ছে আপ্ বুড়ির পেছনে পেছনে চলে যায়।

এটা জানতে পেরেই আলী বুড়ির পিছু নিলো। আড়ালে আড়ালে থেকে বুড়ির সাথে যেতে লাগলো। বুড়ির সাথে গিয়ে আলী দেখলো, বুড়ি গভীর জঙ্গলের মধ্যে এক গোপন ঘরে থাকে। মেয়েরা সে ঘরে গেলেই ডাইনীটা মন্ত্র দিয়ে তাদের বোবা বানিয়ে রাখে। তারা

www.pathagar.com

আর কথা বলতে পারে না। শুধু চোখের দ্বারা কিছু কিছু ইশারা করতে পারে।

এরপর তাও পারে না। ডাইনীটার ঘরের এক কোণে কৌটাভর্তি অনেকগুলো বড়ি আছে। ঐ একটা বড়ি মেয়ের কপালে টিপে দিলে মেয়েটা সংগে সংগে পাখী হয়ে যায়। মানুষ আর থাকে না। পাখী হয়ে গেলেও ঐ পাখী উড়তে পারে না। বুড়ির একটা ঘুড়ি আছে। এই মানুষ পাখীটাকে বুড়ির ঘুড়ির উপর বসিয়ে দিলেই ঘুড়িটা পাখীটাকে নিয়ে শাঁ শাঁ করে উড়ে উঠে আকাশে। এর পর কি হয়, ঘুড়িটা কোথায় যায়, আলী আর তা জানতে পারে না।

আলী জানতে না পারলে কি হবে? ব্যাপারটা একটা আজব ব্যাপার। ঘুড়িটা উড়ে চলে যায় ভানুমতির দেশে। সেই দেশের এক কোণে এক দুষ্ট সন্ন্যাসী বাস করে। সে তপ্ করা মানে সাধনা করা সাধক। এই সন্ন্যাসীই ডাইনী বুড়িটার গুরু। এই গুরুর কথাতেই ডাইনীটা চলে। সন্ন্যাসীটা ডাইনী বুড়িটাকে বলে দিয়েছে- এই রকম একশো একটা সুন্দরী মেয়ে পাঠালে আর সন্ন্যাসীটা তার মাথা কেটে ফেললেই ঐ সন্ন্যাসী আর এই ডাইনী বুড়ি দুই জনই এক সাথে আর সংগে সংগে স্বর্গে চলে যাবে। স্বর্গে যাওয়ার জন্যে তাদের মরে যেতে হবে না। তারা সশরীরে, মানে জীবন্তই স্বর্গে চলে যাবে।

সন্ন্যাসীটা ডাইনীটাকে আরো বলেছে--মেয়েগুলো রাজা-বাদশাহর সুন্দরী মেয়ে হওয়া চাই। কোন গরীব মানুষের সুন্দরী মেয়ে হলে চলবে না। এর কারণও আছে। রাজা বাদশাহর সুন্দরী মেয়েরা এক সময় ধূলাবালী মাখা এক সন্ন্যাসীকে দেখে নাক সিটকায় আর উপহাস করে। সেই রাগে এই সন্ন্যাসী বড়লোকের একশো একটা সুন্দরী মেয়ের মাথা কেটে ফেলার ব্রত নিয়েছে। মানে, একশো একটা মেয়ের মাথা কেটে ফেলবে বলে ঠিক করেছে।

তাই বুড়ির ঘুড়িটা ঐ মানুষ পাখী এনে সন্ন্যাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েই ফের বুড়ির কাছে চলে যায়। আরো মানুষ পাখী আনতে হবে তো তাই। এদিকে সন্ন্যাসী পাখী হাতে পেলেই এক কোপে পাখীর মাথা কেটে ফেলে। তারপর আবার আজব ব্যাপার। পাখীর কাটা মাথা মাটিতে পড়ার সাথে সাথে পাখীর মাথা মানুষের মাথা হয়ে যায় আর পাখীর দেহ মানুষের দেহ হয়ে যায়। মানে, মাথা হয় ঐ পাঠিয়ে দেয়া সুন্দরী মেয়ের মাথা আর দেহ হয় ঐ সুন্দরী মেয়ের দেহ।

সন্ন্যাসী বুড়িটাকে বলেছে- একশো একটা মেয়ের মাথা কাটা শেষ হওয়ার সাথে সাথে স্বর্গ থেকে দুই দুইটি ফুলের রথ, মানে পুষ্প রথ নেমে আসবে। একটা রথ আমাকে আর একটা রথ তোমাকে নিয়ে স্বর্গে চলে যাবে। এই কথা শুনে ডাইনী বুড়িটা আল্লাদে ডগমগ

www.pathagar.com

হয়ে রাজা বাদশাহর সুন্দরী সুন্দরী মেয়েদের ধরে ধরে সন্ন্যাসীর কাছে পাঠাচ্ছে।

সে যা-ই হোক, বুড়ির ঘুড়ি মানুষ পাখীকে নিয়ে কোথায় যায় তা জানতে না পারায় দুঃখিত মনে বাড়ীতে ফিরে এলো আলী। তবে সে যতখানি জানতে পারলো, খোঁজ খবর করে ততখানি জানতেই অনেক দিন লাগলো। ঐ অনেক দিন পরে মুহাম্মদ আলী এসে বাড়ীতে পা দিতেই চারদিক থেকে ছুটে এলো তার পরিবারের সকলেই। আলীর পিতা উজির নূরে আলম সাহেব আলীকে দেখেই আর্তনাদ করে বললেন—গজব হয়ে গেছে বাপজান, মহা সর্বনাশ হয়ে গেছে এদিকে। সুলতান বাহাদুরের মেয়ে, মানে আমাদের আদরের আলেয়া আর নেই। সে নিখোঁজ হয়ে গেছে।

শুনেই চমকে উঠলো আলী। বললো- সেকি - সেকি!

উজির সাহেব বললেন- কি আর বলবো বাপজান! এতদিন হাহাকার পড়েছে অন্যের বাড়ীতে। এবার হাহাকার পড়ে গেছে তোমার নিজের বাড়ীতেই। হাহাকারের তুফান ছুটেছে সুলতানের মহলে। সুলতান বাহাদুর কেবলই বুক চাপড়াচ্ছেন নিজের।

আলী বললো- কি তাজ্জব- কি তাজ্জব! একদম নিখোঁজ?

উজির সাহেব বললেন একদম নিখোঁজ। চারদিকে লোকলস্কর পাঠিয়েও তার কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

ঃ কতদিন হলো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

ঃ বেশীদিন নয়। এই চার পাঁচদিন হলো কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

শুনেই আলী মাথায় হাত দিলো। সে অনুমান করতে পারলো ঘটনাটা কি। পাঁচ ছয়দিন আগে ডাইনী বুড়ির বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছে আলী। এটা যদি ঐ ডাইনী বুড়ির কাজ হয়ে থাকে, তাহলে বুড়ি ইতোমধ্যেই সে কাজ করেছে। আলী সেখানে থাকতে তো বুড়ি আলেয়াকে ধরে নিয়ে যায়নি। তা গেলে তো আলী তা দেখতেই পেতো। আলী বুঝতে পারলো এ কাজ বুড়িই করেছে আর সে বুড়ির বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসার পর পরই তা করেছে। আলী ওখানে থাকতে আলী দেখেছে শেষ মেয়েটাকে ঘুড়িতে তুলে দেয়ার পরেই বুড়ি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। নিশ্চয়ই তাহলে বুড়ি এবার এদিকে এসেছে আর সুলতানের বাড়ীতে আলেয়াকে পেয়েই তাকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে।

বাড়ী ফিরতে আলীর যে সময়টা লেগেছে বুড়ি এরই মধ্যে এ কাজ করেছে।

আলী নীরব হয়ে এসব কথা ভাবছিল। তা দেখে উজির সাহেব বললেন— সে কি বাপজান, তুমি এমন নীরব হয়ে গেলে যে? তুমি যে মেয়ে-হারিয়ে যাওয়া সমস্যার সমাধান করতে গেলে, সে সমাধান কি করতে পেরেছো?

www.pathagar.com

আলী বললো– কিছু কিছু পেরেছি।

উজির সাহেব বললেন-মানে?

ঃ মানে, সবটুকু পারিনি আব্বাজান।

ঃ তা দিয়ে কি হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের উদ্ধার করা যাবে?

ঃ তা বলা কঠিন। কারণ, ঘটনাটা পুরোপুরি না জানলে-

ঃ ঐ টুকু জানতেই এতদিন লাগলো আব্বাজান।

ঃ কি বদনসীব! খামাখাই এত লোক তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। এখন এদের তুমি কি জবাব দেবে?

ঃ আব্বাজান!

ঃ এই যে সুলতান বাহাদুরের মেয়ে আলেয়া বেগম নিখোঁজ হয়ে গেল, সুলতান বাহাদুরকে এখন কি দিয়ে বোঝাবে। আমার মতো তিনিও যে তোমারই মুখ চেয়ে বসে আছেন।

আলীর ফিরে আসার সংবাদ পেয়ে এই সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন সুলতান বাহাদুর। এসেই তিনি আকুল-কণ্ঠে আলীকে প্রশ্ন করলেন– এসেছো? আলী তুমি এসেছো? আলেয়া কৈ? আমার আলেয়া?

মুহাম্মদ আলী ভয়ে ভয়ে বললো- তাকে তো আমি দেখিনি হুজুর।

সুলতান বাহাদুর আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি আর্তনাদ করে বললেন– দেখোনি? তুমি তাকে দেখোনি? হায় আল্লাহ! কি গজব! তুমি তাহলে এতদিন ছিলে কোথায়?

আলী বললো- যে সব মেয়ে হারিয়ে গেছে তাদের খোঁজ খবর করছিলাম।

ঃ তাদের খোঁজ খবর করছিলে? আমার মেয়েটা যে হারিয়ে গেল, তার খোঁজ খবর করলে না?

ঃ আমি তো জানতেই পারিনি হুজুর। আলেয়াও যে ইতিমধ্যে হারিয়ে গেছে, আমি তো তা জানতেই পারিনি।

ঃ হায় আল্লাহ! হায় রহমানুর রহিম। আমার মেয়েটাও গুম হয়ে গেল! আমি এখন কি নিয়ে থাকবো ?

সুলতান বাহাদুর হা-হুতাশ শুরু করলেন। আলী বললো- শান্ত হোন হুজুর। শান্ত হোন।

সুলতান বললেন- শান্ত হবো? তুমি নাকি খুবই বুদ্ধিমান ছেলে? খুবই কামেল ছেলে। সেই তুমি তার কোন খোঁজ পাওনি তো কিসের আশায় শান্ত হবো আমি?

www.pathagar.com

আলী জোর দিয়ে বললো- আমি যাচ্ছি হুজুর, আলেয়ার খোঁজ করতে আমি এখনই যাচ্ছি।

ঃ এখনই যাচ্ছি। এখন গিয়ে কি আর তাকে খুঁজে পাবে।

ঃ না পাই, আমিও আর বাড়ীতে ফিরে আসবোনা হুজুর। আমিও দেশান্তরী হবো।

ঃ আলী! এ তুমি কি বলছো?

ঃ আমার উপর ভরসা রাখুন হুজুর। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখবো। আমার মন বলছে, প্রাণপণ চেষ্টা করলে আলেয়াকে খুঁজে পাবোই আমি।

সুলতানের মনে আশা ফিরে এলো। তিনি বললেন–আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তোমার চেষ্টা সফল করুন।

আলী আরো জোর দিয়ে বললো-আল্লাহর কছম, হয় আমি আলেয়াকে উদ্ধার করে আনবো, নয় আমি ঐ পথেই নিজের প্রাণ বিসর্জন দেবো। এই দুটোর একটা করবোই।

ঃ মুহাম্মদ আলী।

ঃ আমি ঘটনাটা যতখানি জেনেছি, আমার বিশ্বাস, আমি সেই পথ ধরেই আলেয়াকে উদ্ধার করতে পারবো ইন্‌শাআল্লাহ।

ঃ আলী!

ঃ আর দেরী নয় হুজুর। আমি যাই– আল্লাহ হাফেজ-

আলী তখনই ছুটে বেরিয়ে গেল আলেয়ার খোঁজে। অন্য কোথাও না গিয়ে সে সরাসরি ঐ ডাইনী বুড়ির ঘরের দিকে গেল। বুড়ির ঘরের কাছে এসে সে লুকিয়ে লুকিয়ে ঢুকে পড়লো বুড়ির ঘরের মধ্যে। ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক চাইতেই সে দেখে হ্যাঁ, ঘটনা ঠিক। এই ডাইনী বুড়িই ধরে এনেছে আলেয়াকে। ধরে এনে আলেয়াকে বোবা করে রেখেছে।

ভাগ্যক্রমে এই সময়ই ডাইনীটা হাসিমুখে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল। বুড়ির আসলেই এখন খুশীর অন্ত ছিলনা। একশো মেয়েকে পাঠানো শেষ হয়েছে। এই মেয়েটাকে, মানে আলেয়া বেগমকে ঐ সন্ন্যাসীর কাছে পাঠালেই আর সন্ন্যাসী তার মাথা কাটলেই সে সশরীরে স্বর্গে যাবে। বুড়ির মনে আর কোন দু:শ্চিন্তা নেই। এখন তার মনে শুধুই আনন্দ আর আনন্দ। তাই শেষবারের মতো বুড়িটা তার বাড়ীর চারদিক দেখে নেয়ার জন্যে বাইরে বেরিয়ে গেল।

বুড়ি বাইরে বেরিয়ে গেলেই আলী ছুটে আলেয়ার কাছে এলো। আলেয়া কথা বলতে পারেনা। চোখের ইশারায় সে জানালো আলীকে সে চিনতে পেরেছে। আলেয়াকে বোবা বানানোর পর আলেয়ার জ্ঞান ফিরে এসেছে। তাই আলীকে দেখে চোখ তার খুশীতে

www.pathagar.com

জ্বলজ্বল করে উঠলো। আলীও তাকে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো– আর ভয় নেই। তোমাকে পেয়েছি যখন, তখন তোমাকে আমি যেভাবে পারি ইন্‌শাআল্লাহ্‌ উদ্ধার করে নিয়ে যাবোই।

সকল সর্বনাশের মূল ডাইনীর ওই বড়ি। আলী ভাবলো- বুড়ির ওই কৌটাটা ঘরের বাইরে ফেলে দিলেই বুড়ি আর আলেয়াকে পাখী বানাতে পারবে না। কিন্তু পরক্ষণেই সে চিন্তা করে দেখলো, না- তা করা যাবে না। তাতে বিপদ আছে। বুড়ি ঘরে ঢুকে বড়ির কৌটা না পেলেই বুঝতে পারবে- ঘরে অন্য মানুষ ঢুকেছে। এরপর তার উপর নজর পড়লেই বুড়ি তাকে মন্ত্র দিয়ে বোবা বানিয়ে দেবে। তার পর, বাইরে থেকেই হোক আর ঘর থেকেই হোক, একটা বড়ি যোগার করে এনে তার কপালে টিপে দিলেই ব্যাস, সেও পাখী হয়ে যাবে। উড়তে পারবে না। তখন বুড়ি আলেয়ার সাথে তাকেও ঘুড়িতে তুলে শূণ্যে উড়িয়ে দেবে। তার ও আলেয়ার কারোই বাড়ীতে ফেরা হবে না। জনমের মতো হারিয়ে যাবে তারা।

এই চিন্তা করে আলী গিয়ে কৌটা থেকে একটা বড়ি তুলে নিতেই ফিরে এলো বুড়ি। তা দেখে আলী তখনই ঘরের এক কোণে গিয়ে লুকালো। এরপর বুড়ি কৌটা থেকে একটা বড়ি এনে আলেয়ার কপালে টিপে দিলো। সাথে সাথে আলেয়া পাখী হয়ে গেল।

তখন ডাইনীটার আনন্দ দেখে কে? সে শব্দ করে বলতে লাগলো– আর আমার স্বর্গে যাওয়া আটকায় কে? এই পাখীটাকে আমার গুরুর কাছে পাঠিয়ে দিলেই গুরু এর মাথাটা এক কোপে কেটে ফেলবে। ব্যাস্‌ সাথে সাথে স্বর্গ থেকে দুই দুইটা পুষ্পরথ, মানে ফুলের রথ নেমে আসবে। একটা রথ আমার গুরুকে আর একটা রথ আমাকে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যাবে। হিঃ-হিঃ-হিঃ। কি আনন্দ-কি আনন্দ!

বুড়ি শব্দ করে- মানে বড় বড় করে বলতে লাগলো। আলী আর আলেয়া দুইজনই বুড়ির কথা শুনতে লাগলো।

হাসতে হাসতে বুড়ি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে বললো- বাপ্‌রে বাপ্‌! এত দিনে কি বিপদ থেকে বেঁচে গেলাম। এই একশো একটা মেয়ে পাঠানোর মধ্যে কেউ হঠাৎ আমার কপালে একটা বড়ি টিপে দিলেই আমি পাখী হয়ে যেতাম। তখন আমাকে আমার ঘুড়িতে বসিয়ে দিলেই আমি আমার গুরুর কাছে চলে যেতাম। গুরু আমার মাথা কেটে ফেললেই আমি আবার মানুষ হয়ে যেতাম আর গুরু তখন আমাকে চিনতে পারতো। কিন্তু মাথা কেটে ফেলার পর চিনতে পেরেও কোন ফল হতোনা। তখনই আমার শরীরে আর আমার গুরুর শরীরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠতো। আমরা দুইজনই পুড়ে ছাই হয়ে যেতাম। সেই সাথে সাথে আমার এই বাড়ীটাতেও তখনই আগুন ধরে যেতো আর সব কিছু

www.pathagar.com

পুড়ে ছাই হয়ে যেতো। সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার সাধ আমার মিটে যেতো। বাপ্‌রে বাপ্। কি বিপদ থেকে বেঁচে গেলাম। এখন এটাকে পাঠিয়ে দিলেই আমার সশরীরে স্বর্গলাভ আর আটকায় কে? হিঃ-হিঃ-হিঃ-

বলেই বুড়ি পাখীটাকে বললো- চল্, এখনই তোকে আমি আমার ঘুড়ির উপর বসিয়ে দিই।

যেই বলে বুড়ি পাখীর গায়ে হাত দিতেই আলী পেছন থেকে এসে বুড়িকে সবলে জড়িয়ে ধরলো আর একটা বড়ি বুড়ির কপালে টিপে দিলো। আর যায় কোথায়? সংগে সংগে ডাইনী বুড়িটা পাখী হয়ে গেল আর আলেয়া আবার মানুষ হয়ে গেল। সে আর পাখী রইলো না। মানুষ হয়েই আলেয়া বললো– আর দেরী নয় আলী। চলো, এখনই বুড়িটাকে তার ঘুড়ির উপর বসিয়ে দিই। বুড়িটাই তো বলে দিয়েছে সব।

যেই কথা সেই কাজ। পাখী হয়ে যাওয়া বুড়িটাকে ঘুড়ির উপর বসিয়ে দিতেই ঘুড়ি শাঁশাঁ করে উড়ে চলে গেল বুড়ির গুরু সন্ন্যাসীর কাছে। শেষ পাখীটা হাতে পেয়ে সন্ন্যাসীর সে কি আনন্দ। এই পাখীর মাথা কাটলেই স্বর্গ থেকে নেমে আসবে পুষ্পরথ।

এই আনন্দে সন্ন্যাসী এক কোপে কেটে ফেললো পাখীর মাথা। কেটে ফেলেই সন্ন্যাসীর চোখ চরকগাছ। দেখে, এটা কোন সুন্দরীর মাথা নয়, এটা তার শিষ্যা ডাইনী বুড়ির মাথা। দেখেই সন্ন্যাসী হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। বলতে লাগলো এ আমি করলাম কি? এ আমি করলাম কি!

কিন্তু দুঃখ করার কোন সময়ই সন্ন্যাসী পেলোনা। তখনই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো বুড়ির গায়ে, আর তার নিজের গায়ে। চোখের পলকে বুড়ি আর সন্ন্যাসী দুইজনই পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

বুড়ির বাড়ীটির কি হয় তা দেখার জন্যে আলী আর আলেয়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। দেখলো হ্যাঁ ঘটনা ঠিক! একটু পরেই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো বুড়ির বাড়ীতে আর সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

তারা বাড়ীতে এসে পা দেয়ার সাথে সাথে বাড়ীতে আনন্দের তুফান ছুটে গেল। সর্বত্র আনন্দ ঢেউ খেলতে লাগলো। হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে ফিরে পেয়ে বাড়ীর সকলেই নেচে উঠলো আনন্দে। সুলতানের উল্লাস দেখে কে। তখনই তিনি ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন আলেয়াকে। আলেয়ার পর আলীকে। দুইজনের কপালে চুমু খেতে লাগলেন। প্রাণ ঢেলে দোআ আশীর্বাদ করলেন। এরপর মুহাম্মদ আলী যখন সকল ঘটনা এক এক করে বর্ণনা করে শুনালো, তখন ঘরে বাইরের সকলেই তাজ্জব হয়ে গেলেন। খুশীর সাথে রাজ্যের রাজা

www.pathagar.com

বাদশাহরা সকলেই নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন। ঘরে-বাইরে দেশের সর্বত্রই এক সপ্তাহ ধরে আনন্দ উল্লাস চললো। আলীর বুদ্ধির জন্যে সকলেই আলীকে ধন্য ধন্য করতে লাগলো।

এরপরই সুলতান বাহাদুর শাদির আয়োজন শুরু করলেন এবং ধুমধাম করে আলীর সাথে আলেয়ার শাদি দিয়ে দিলেন।

এদের শাদি দিয়েই সুলতান বাহাদুর থামলেন না। শাদির পরেই মুহাম্মদ আলীকে নূরনগর রাজ্যের মসনদে বসিয়ে সুলতান শাহ্ আলম ধর্মকর্মে মনোনিবেশ করলেন। মুহাম্মদ আলী নূরনগর রাজ্যের সুলতান হওয়ায় সারাদেশে আবার সুখশান্তি আর ধনধান্যে ভরে গেল।

চৌরাস্তায় বসে থেকে উস্তাদ একে একে বলে গেল সমস্ত কাহিনী। পোঁট্‌লার কাছে বসে থেকে সাগরেদ তা শুনে তাজ্জব হয়ে গেল। বললো—বড়ই আজব ঘটনাতো। তা এই পাথরের বুড়ি আর ঘুড়ি কে বানালো উস্তাদ?

উস্তাদ বললো- এই নতুন সুলতান।

ঃ সুলতান মুহাম্মদ আলী?

ঃ হ্যাঁ, নতুন সুলতান মুহাম্মদ আলী।

ঃ কেন এসব বানালেন উস্তাদ।

ঃ এই ঘটনা সবাইকে জানানোর জন্যে। এটাতো একটা চৌরাস্তা। এই রাস্তায় বহুলোক যাতায়াত করে। তাই সবাইকে এই ঘটনা জানানোর জন্যে। এটা তো একটা চৌরাস্তা। এই ঘটনা জানানোর জন্যে ঐ বুড়ির আর তার ঘুড়ির পাথরের মূর্তি এই নতুন সুলতান বানিয়েছেন। সেই সাথে দুষ্ট বুড়ির কান মুচ্‌ড়ে দেয়ার কথাও লিখে রেখেছেন।

সাগরেদ আবার প্রশ্ন করলো- কেন উস্তাদ, সে কথাটা আবার লিখে রাখলেন কেন?

উস্তাদ বললো- যে লোকই বুড়ির কানটা মুচ্‌ড়ে দেবে, তারই বুড়ির ঐ শয়তানীর কথা মনে পড়বে, সেই জন্যে।

এবার সাগরেদ খুশী হয়ে বললো- ধন্যবাদ, সুলতান মুহাম্মদ আলীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবার চলুন উস্তাদ। বেলা সত্যিই পড়ে গেছে। এখন আমরা আবার রওনা হই, চলুন—

এই বলেই সাগরেদ উঠে পোঁট্‌লাটা কাঁধে তুলে নিলো এবং উস্তাদের পিছে পিছে আবার পথ চলতে লাগলো।

www.pathagar.com

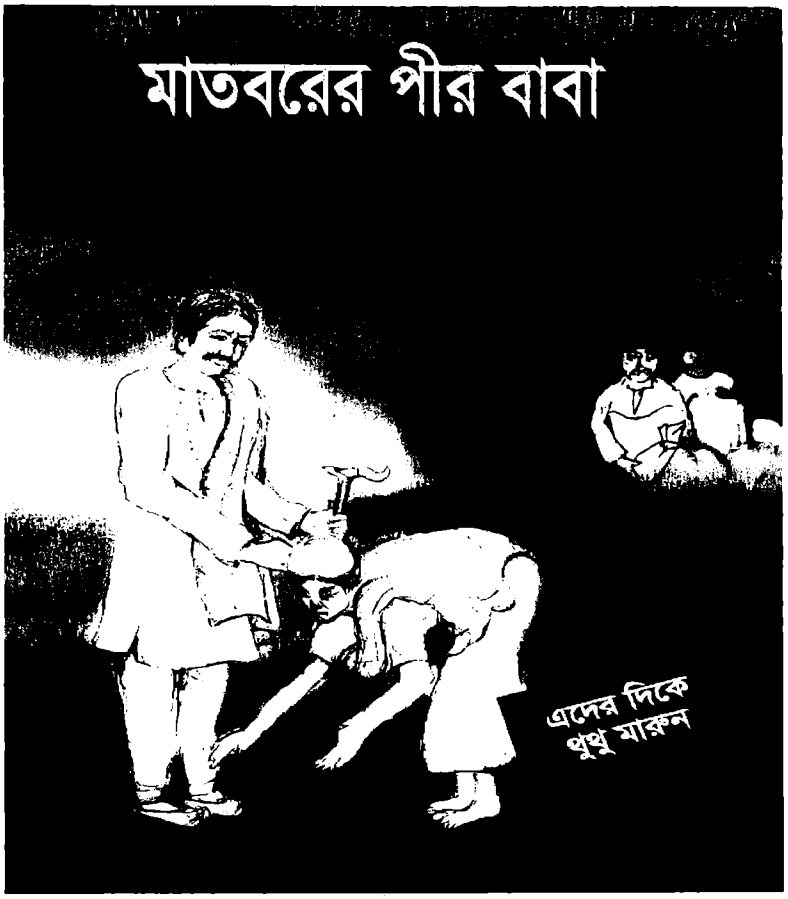

মাতবরের পীর বাবা

উস্তাদ যাচ্ছে আগে আগে, পোঁট্‌লা কাঁধে সাগরেদ যাচ্ছে পিছে পিছে। উস্তাদ যাচ্ছে তার নিজের উস্তাদের সাথে দেখা করতে। উস্তাদের উস্তাদকে দেখার সাগরেদের বড় শখ। তাই পোঁট্‌লা কাঁধে সাগরেদ যাচ্ছে উস্তাদের পিছে পিছে।

উস্তাদের যে উস্তাদ অনেক দূরে তার বাড়ী। সেখানে যাওয়ার একটাইমাত্র পথ। সে পথে গাছপালা আর বাড়ীঘর যেমন খুব কম, তেমনি ঝামেলা আছে কয়েকটা। পথের মাঝে দুই তিন জায়গায় থামতে হয় উস্তাদকে। থামলেই ব্যাস্, ঝামেলা বাধায় সাগরেদ। পিছে এক জায়গায় বাধিয়েছে। পাথরের তৈরী বুড়ি আর ঘুড়ি দেখে সাগরেদ জিদ ধরেছে- "এখানে পাথরের এই মূর্তি কেন? ঘটনা কি উস্তাদ?" ঘটনা না বললে পোঁট্‌লাটা ফেলে রেখে বাড়ীতে ফিরে যাওয়ার ভয়

www.pathagar.com

দেখিয়েছে সে।

সাগরেদ সাথে না গেলে উস্তাদের মহাবিপদ। এতভারী পোঁট্‌লা দুইজনে ভাগাভাগি করে না বইলে, উস্তাদের একার সমস্ত রাস্তা বয়ে নিয়ে যাওয়ার সাধ্য নেই। কারণ হাজারটা জিনিসে পোঁট্‌লাটা ভর্তি। কাপড় চোপড়, শুকনো খাবার দাবার, উস্তাদের উস্তাদকে দেয়ার জন্যে সেলামী উপহার আর ঘটি বদ্‌নায় পোঁট্‌লাটা ভর্তি। এত কিছু একা বইতে পারে উস্তাদ।

তাই বাধ্য হয়ে ঐ বুড়ি-ঘুড়ির ঘটনা বলতে হয়েছে উস্তাদকে। ঐ ঘটনা বলতেই বেলা শেষ! সামনে আরো থামতে হবে দুই জায়গায়। এতে করে উস্তাদের উস্তাদ বাড়ীতে পৌঁছতে দুই তিন দিন পার হয়ে যাবে।

এটা জেনেও পথ ধরেছে উস্তাদ। বেলা ডুবে গেলে এখানে সেখানে থেমে রাত কাটায় আর সকাল হলে আবার চলতে শুরু করে। কিন্তু সকাল বেলা চলতে শুরু করলে কি হবে? মাসটা চৈত্র-বৈশাখ মাস। বেলা বাড়ার সাথে সাথে তাঁ-তাঁ রোদ উঠে মাথার উপর। রাস্তায় গাছপালা কম। ধূধূ মাঠের মধ্যে দিয়ে পথ। তাই মাঝে মাঝেই ছায়ায় একটু বসার জন্যে প্রাণ ছটফট করে।

খোলা মাঠের মধ্যে দিয়ে তারা চলছেই চলছেই। অনেকক্ষণ চলার পর এক চৌরাস্তায় ছায়া পেলো তারা। মস্ত এক বটগাছের ছায়া। ছায়া দেখেই সাগরেদটা দৌড়ে গিয়ে ছায়ার নীচে বসে পড়লো। পোঁট্‌লাটা নামিয়ে রাখলো এক পাশে।

উস্তাদও থেমে গেল। রোদ না থাকলেও উস্তাদকে থামতেই হতো এখানে। কারণ, আরো যে দুই জায়গায় থামতে হবে তাকে, এ জায়গা তারই এক জায়গা।

এখানে রাস্তার পাশে পাথরের তৈরী দুইটি মানুষের মূর্তি ছিল। একটা ছিমছাম পোষাকের ভদ্রলোকের মূর্তি আর একটা লুঙ্গিপরা সাধারণ লোকের মূর্তি। ঐ লুঙ্গিপরা লোকটা ভদ্রলোকটার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করার কালে ভদ্রলোকটা তাকে তুলে ধরছে- এই মূর্তি।

সাগরেদের পাশে গিয়ে বসার একটু পরেই উস্তাদ উঠে ঐ মূর্তির কাছে গেল আর একটু দূরে থেকে থু-থু করে থুথু ফেললো ঐ পাথরের লোক দুইটির দিকে।

সাগরেদ ঐ পাথরের মূর্তি আগে দেখতে পায়নি। এবার দেখেই সে অবাক। দেখতে পেয়েই সে ছুটে উস্তাদের কাছে এলো এবং বললো– কি ব্যাপার– কি ব্যাপার উস্তাদ? এখানে আবার পাথরের তৈরী দুইটি মানুষ কেন? আর আপনি তাদের দিকে থুথু ছুঁড়লেন কেন?

মূর্তির পাশেই পাথরের তৈরী একটি সাইনবোর্ড ছিল। সাইনবোর্ডে লেখা ছিল– "এদের দিকে থুথু ছুঁড়ুন"। কোন কথা না বলে উস্তাদ আঙ্গুল দিয়ে সাগরেদকে ঐ সাইনবোর্ড দেখিয়ে দিল। সাইন বোর্ডের কাছে গিয়ে লেখা পড়েই সাগরেদ তাজ্জব হয়ে বললো– আরে– আরে। মজার ব্যাপার তো। পিছে ফেলে আসা ঐ একই ঘটনা। কি ব্যাপার উস্তাদ!

উস্তাদ ততক্ষণ গিয়ে ঐ বসার জায়গায় বসেছে। তা দেখে সাগরেদও তার কাছে ছুটে এসে

www.pathagar.com

বসলো আর বললো– কি তাজ্জব উস্তাদ, কি তাজ্জব। এ যে দেখছি ঐ একই ব্যাপারের ব্যাপার।

উস্তাদ বললো একই ব্যাপর মানে?

সাগরেদ বললো– বুঝলেন না ? ঐ পেছনে পাথরের বুড়ি আর ঘুড়ির পাশেও তো এই রকম পাথরের সাইনবোর্ড ছিল– তাতে লেখা ছিলো "বুড়ির কানটা মুচ্‌ড়ে দিন।" আপনি গিয়ে তাই দিয়েছিলেন। এখানে সাইনবোর্ডে লেখা– "এদের দিকে থুথু ছুঁড়ুন।" আপনি তাই ছুঁড়লেন। মজার ব্যাপার! এর পেছনেও তো তাহলে ঘটনা আছে নিশ্চয়ই। নাই? বলুন।

ঃ তা মানে- আমি কি বলবো ?

উস্তাদ আম্‌তা আম্‌তা করতে লাগলো। সাগরেদ বললো– চালাকী করবেন না উস্তাদ। আপনি এই রাস্তায় প্রায়ই যাতায়াত করেন। আপনি সব জানেন?

ঃ মানে?

ঃ সত্যি কথা বলুন উস্তাদ। আমাকে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করবেন না। এর পেছনে কি কোন ঘটনা নেই ?

ঃ হ্যাঁ আছে। তো কি হয়েছে?

সাগরেদ খুশী হয়ে বললো– বেশ- বেশ। তাহলে সে ঘটনাটা বলুন আমি শুনবো।

ঃ তুমি শুনবে?

ঃ জি, শুনবো

উস্তাদ বিরক্ত হয়ে বললো– কি মুস্কিল। ঠিক আছে,

চলো হাঁটতে হাঁটতে শুরু করি। হাঁটতে হাঁটতে বলি।

সাগরেদ বললো নেহি উস্তাদ, ওটা হবেনা।

উস্তাদ বললো– হবে না মানে?

সাগরেদ বললো এখানেই সব কথা না বললে আমি উঠবোই না।

ঃ উঠবেনা?

ঃ না। এখানেই সব কথা না বললে আমি এখান থেকেই বাড়ী ফিরে যাবো। আপনার সাথে যাবোনা।

ঃ উঃ! আবার সেই জেদ? আবার এখানেই সন্ধ্যা লাগাবে?

ঃ লাগে লাগুক। আমাকে সাথে নিতে চাইলে এখানেই বলতে হবে সব কথা।

ঃ আরে বাপ্‌রে। এ তুমি কি শুরু করলে।

ঃ যা–ই শুরু করি,গড়িমসি না করে এখনেই বলতে শুরু করুন উস্তাদ। নইলে সন্ধ্যা কেন, রাত হয়ে গেলেও আমি উঠবোনা।

উস্তাদ আর কি করে। বাধ্য হয়েই উস্তাদ আবার ঘটনাটা বলতে শুরু করলোঃ

www.pathagar.com

অনেক দিন আগের কথা। এই জায়গার নাম ছিলো মোমিনপুর। এই যে মানুষ দুইটার মূর্তি দেখছো, এখানে ছিল এক কাঁচারী বাড়ী। জমিদারের খাজনা আদায়ের কাঁচারী বাড়ী। জমিদার থাকতেন বহুদুরে এক বড় শহরে। এমন খাজনা আদায়ের কাঁচারী বাড়ী তাঁর আরো অনেক ছিল এ রাজ্যে। তবে এই কাঁচারী থেকে অনেক বেশী খাজনা আদায় হতো বলে এই কাঁচারীটার উপর বিশেষ নজর ছিল জমিদারের। জমিদারতো নয়. একদম এক রাজা। সে কি যে সে জমিদার? ডাকসাইটে জমিদার। বিশাল তাঁর জমিদারী, মানে তাঁর রাজ্য। এই জমিদারের দাপটে বাঘে ছাগলে পানি খেতো এক ঘাটে। কারো উপর কোন কারণে ক্ষেপে গেলে, শুধু সেই লোকের বাড়ীটাই নয়, গোটা গাঁ টাই জ্বালিয়ে দিতেন জমিদার সাহেব। লোকটার মাথাটা তো কেটে ফেলতেন তখনই।

এই পর্যন্ত বলে উস্তাদ একটু থামলে সাগরেদ আবার প্রশ্ন করলো—তারপর উস্তাদ?

উস্তাদ বললো—এই যে আমরা যেখানে বসে আছি, আমাদের পিছনেই ছিল উচ্চ শিক্ষার মস্ত বড় এক মাদ্রাসা। মোমিনপুর মাদ্রাসা। এতোবড় উচ্চ শিক্ষার বিদ্যালয় আশে পাশে আর কোথাও ছিল না। এই মাদ্রসার প্রধান শিক্ষকের নাম ছিল আল-আমিন। সে ছিল মস্তবড় এক আলেম। দেশের সবচেয়ে বড় শহরের বড় বিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া করা আলেম।

সাগরেদ আবার প্রশ্ন করলো—তার পর?

উস্তাদ বললো—একদিন এই আলেমের উপর যার পর নেই ক্ষেপে গেলেন ঐ ভয়ংকর জমিদার। এমন ক্ষেপা ক্ষেপে গেলেন যে, এত ক্ষেপা জীবনেও তিনি আর কারো উপর ক্ষেপেননি। তখন তিনি শহরে থাকলেও তাঁর আসল বাড়ী ছিল মোমিনপুরের এক বন্দর এলাকায়। শহরে চলে যাওয়ার আগে জমিদার এখানেই বাস করতেন। শহরে যাওয়ার সময় তিনি তাঁর কর্মচারি, মানে ম্যানেজারের উপর তাঁর বাড়ীঘর আর জমিদারীটা দেখাশুনার ভার দিয়ে যান। এই ম্যানেজারই খাজনা আদায়ের কাঁচারী গুলোর আয় উপায় বুঝে নিতো আর নায়েব গোমস্তাদের শাসন করতো। জমিদার এই ম্যানেজারকে হুকুম দিলেন ঐ মোমিনপুরে মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আল-আমিনের মাথা চাই। পাইক— পেয়াদা নিয়ে গিয়ে এখনি তাঁর মাথাটা কেটে আনো আর তাঁর মাদ্রাসাটা পুঁড়িয়ে দিয়ে এসো। দুই দিনের মধ্যে আল-আমিনের মাথাটা আমার কাছে আসা চাই। অন্যথা হলে আর আমাকে নিজে যেতে হলে, আগে গিয়ে আমি তোমারই মাথা কাটবো-খেয়াল থাকে যেন।

সাগরেদটা চমকে উঠে বললো — তার পর উস্তাদ?

উস্তাদ বললো— রাজার হুকুম তাজা। পাইক পেয়াদা নিয়ে তৈরি হয়ে গেল ম্যানেজার। আল-আমিনের মাথাটা কাটবে সে সেদিনই-এমনই হুংকার ছাড়তে লাগলো।

সাগরেদ বললো কেটে ফেললো?

www.pathagar.com

উস্তাদ বললো– না।

ঃ না? তাহলে তার মাদ্রাসাটা পুড়িয়ে দিলো? তাই নয় উস্তাদ?

ঃ না।

ঃ এটাও না?

ঃ এটাও না। আচানক ভাবে বেঁচে গেল আল-আমিন।

ঃ কি করে বাঁচলো উস্তাদ?

ঃ একজন বাঁচিয়ে দিলো।

ঃ কে সে?

ঃ ঐ ডাকসাইটে জমিদারের একমাত্র কন্যা আমিনা বেগম।

সাগরেদ একদম হতবাক। বললো– সে কি! বলেন কি উস্তাদ! ঐ জমিদারের নিজের মেয়ে?

ঃ তাঁর একমাত্র মেয়ে। ঐ মেয়ে ছাড়া তাঁর আর কোন সন্তান নেই। না ছেলে, না মেয়ে।

ঃ কেন উস্তাদ? সে বাঁচালো কেন?

ঃ সে অনেক কথা।

ঃ অনেক কথা মানে? কি কথা, বলুন?

ঃ সে আর এক কাহিনী। সেটা বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে।

ঃ তবু বলতে হবে উস্তাদ, না শুনে আমি উঠবো না।

ঃ উস্তাদ আর করে কি! বাধ্য হয়ে সে আবার শুরু করলো সে কাহিনী। আল–আমিন আর আমিনা বেগম শহরের এক বড় মাদ্রাসায় এক সাথে পড়তো। আমিনা বেগম ঐ মাদ্রাসায় গিয়ে ভর্তি হওয়ার কিছু দিন পরে আল–আমিন গিয়ে ভর্তি হলো ঐ মাদ্রাসায়।

সে মাদ্রাসায় অনেক ছেলে পড়তো, তারা এক শ্রেণিকক্ষে এক সাথে বসতো। বড় বড় পাশওয়ালা জালের মতো বড় বড় ফাঁকওয়ালা একটা পর্দার ঝুলানো থাকতো শ্রেণিকক্ষের মাঝখানে। মেয়েরা বসতো পর্দার ওপাশে আর ছেলেরা বসতো এ পাশে। মেয়েরা ছেলেদের স্পষ্ট দেখতে পেতো। ছেলেরা মেয়েদের দেখতে পেতো আবছা আবছা।

একদিনের এক ঘটনা। আল-আমিন খুব মেধাবী আর বৃত্তি পাওয়া ছেলে জেনে শিক্ষক সাহেব আল– আমনিকে লক্ষ্য করে বললেন– আমিন-

সংগে সংগে আমিন আর আমিনা এক সাথে বলে উঠলো– জি হুজুর?

শিক্ষক সাহেব বললেন– না–না আমিনা আমি তোমাকে বলিনি। আমি এই আল–আমিনকে বলেছি। তুমি উত্তর দিচ্ছো কেন?

শরম পেয়ে আমিনা বেগম চুপ হয়ে গেল। আমিনার বান্ধবী আবিদা বেগম বললো– আমিনার ভুল হয়েছে হুজুর। এর নামও যে আমিনা। আমিনা ভেবেছে আপনি তাকেই বলেছেন। একই

www.pathagar.com

রকম নাম যে।

শিক্ষক বললেন– ও, তাই তো দেখছি। তা একই রকম নাম হলেও ভাল করে শুনে জবাব দিতে হবে। দুই জন একই সাথে জবাব দিলেতো ঝামেলা হবে।

শিক্ষকের এ কথা শুনে পর্দার ওপারে মেয়েরা আর এপারে ছেলেরা মুখটিপে হাসতে লাগলো।

মেয়েদের একজন পর্দার ফাঁক দিয়ে আল–আমিনকে ভাল করে দেখে আমিনাকে ফিস্ ফিস্ করে বললো– ওমা ! ছেলেটা কি সুন্দর দেখতে। ঠিক তোর মতো।

পর্দার ফাঁক দিয়ে আল–আমিনকে ভাল করে দেখে আমিনা বেগমও অবাক হলো।

কিন্তু তবুও মাঝে মাঝেই ঝামেলা হলো। শিক্ষক সাহেব আমিনাকে ডাকলে আমিন আর আমিনকে ডাকলে আমিনা মাঝে মাঝেই ভুল করে একসাথে "জি হুজুর" বলে উঠতে লাগলো।

এছাড়াও আমিনা বেগম আল–আমিনের মেধা, মানে মাথার তেজ দেখে তাজ্জব হতে লাগলো। শিক্ষকের যে সব প্রশ্নের উত্তর ঐ শ্রেণির কেউ দিতে পারতোনা, আল-আমিন সে সব প্রশ্নের উত্তর সংগে সংগে দিয়ে ফেলতো। তা দেখে শিক্ষক বলতেন– "আল–আমিন এই মাদ্রাসার একটা রত্ন।"

এ কথা শুনে ছেলে মেয়েরা প্রায় সকলেই খুশী হতো। আমিনা বেগম খুশী হতো সবার চেয়ে বেশী।

আর এক দিনের ঘটনা। মাদ্রাসা ছুটি হলে মেয়েরা সবাই একসাথে বাইরে বেরিয়ে আসে। তারা বাইরে আসে মাথায় নেকাব এঁটে, মানে মাথার বোরকা পরে। কাছে কোলে কোন পুরুষ মানুষ না থাকায় তারা মুখের ঢাকনা তুলে রেখে গল্প আলাপ করছিল। এই সময় আমিনার বান্ধবী আবিদা আমিনাকে দূর থেকে ডাক দিলো– আমিনা–

একটু দূরে অন্য মুখ হয়ে দাঁড়িয়েছিল আল– আমিন। ডাক শুনেই আল আমিন ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো– জি, আমাকে ডাকছেন?

সংগে সংগে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো সকল মেয়ে। ক্ষেপে গেল আবিদা। আল–আমিনের দিকে খানিকটা এগিয়ে এসে টিপ্পনী কেটে বললো– এই যে মিয়া, তোমার নামটা পাল্টে ফেলো তো! জলদি জলদি পাল্টে ফেলো।

আল আমিন বললো– পাল্টে ফেলবো মানে?

আবিদা বেগম বললো- মানে ভোগা, মোগা, যা হয় একটা নাম রাখো। 'আমিন' নাম, রাখবে না।

আমিন তো অবাক। বললো– কেন, আমার নাম আমিন রাখবো না কেন?

আবিদা বললো- কেন রাখবে? আমিনা যে তাতে তোমার মিতিন হয়ে যাচ্ছে। আমিনা কি

www.pathagar.com

তোমার মিতিন, না তুমি আমিনার মিতা যে একই রকম নাম রাখবে?

সংগে সংগে অন্য মেয়েরা এক সাথে বলে উঠলো– একশো বার রাখবে। দুইজনের চেহারাই মন ভোলানো চেহারা। একই রকম সুন্দর চেহারা দুইজনের। কি চমৎকার দুইজন দেখতে। একই রকম নাম রাখবেনা কেন?

আবিদা বেগম থতমত করে বললো– তোমরা তাতে মত দিচ্ছো?

সকলেই বললো–হাজার বার দিচ্ছি। আজ থেকে এদের দুইজনকে আমরা মিতা-মিতিন বানিয়ে দিলাম। কি আমিনা, তোমার আপত্তি নেই তো?

মাথা একটু নীচু করে আমিনা বেগম হাসি মুখে বললো– আপত্তি আর কি! তোমরা যখন বলছো, দুইজন একই রকম সুন্দর দেখতে, তখন আর আপত্তি করবো কেন? তোমরা যা করে দেবে, আমি তাই মেনে নেবো।

সকলে ফের হাসি মুখে বললো–সাব্বাস্–সাব্বাস্। আমাদের হাত থাকলে তোমাদের শাদিটাও দিয়ে দিতাম আমরা।

জব্বোর শরম পেয়ে আমিনা বেগম বললো-ধ্যাৎ।

–বলেই সেখান থেকে দৌড় দিয়ে পালিয়ে গেল আমিনা বেগম।

আমিনা বেগম রাজার মেয়ে। মানে বিরাট এক জমিদারের মেয়ে। তাই সে অন্য কোথাও থাকেনা। মস্তবড় এক বাড়ী ভাড়া করে দাস দাসী নিয়ে সেই বাড়ীতে থাকে। আল আমিন এতিম খানায় থাকে আর বৃত্তির টাকায় পড়ে। একদিন আমিনার বান্ধবী আবিদা আমিনার বাসায় ছুটে এসে আমিনাকে বললো– লোকটা বেঘোরে মারা যাচ্ছেরে ভাই! দেখার কেউ- নেই!

আমিনা বেগম বললো–কার কথা বলছো?

আবিদা বেগম বললো– আল আমিনের কথা বলছি। দেখে এলাম, মাদ্রাসার ফটকে এক হেল্না বেঞ্চে শুয়ে আল আমিন থর থর করে কাঁপছে। দারোয়ান বললো– জ্বরে লোকটার গা পুড়ে যাচ্ছে। এখনই তাকে লেপ দিয়ে ঢাকার দরকার আর দাওয়াই খাওয়ানোর দরকার।

আমিনা বললো– সে কি!

আবিদা বললো– আমার তো এখানে বাড়ীঘর নেই যে সেখানে নিয়ে গিয়ে তুলবো। তাই তোমার কাছে ছুটে এলাম। আহা বেচারা! এই ভাবেই মারা যাবে দেখার কেউ না থাকায়?

আমিনা বললো- আজই বুঝি হঠাৎ জ্বর এসেছে?

আবিদা বললো- না। অনেক দিন ধরেই জ্বর হয়েছে তার। আজ সে জ্বর মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

ঃ তাহলে বাড়ীতে যাচ্ছে না কেন?

আবিদা বললো- ওমা। ওর বাড়ী কোথায়? কোন এক মোমিনপুরে ভাঙ্গা চালা ঘরে থাকতো। এখন হয়তো সেটাও আর নেই। বাপ মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন- মানে এই ত্রি-ভুবনে কেউ

www.pathagar.com

নেই তার। ওখানে তাকে কে নিয়ে যাবে আর কে তাকে দেখবে!

আমিনা বেগম তাজ্জব হয়ে বললো বলো কি! তুমি এত কথা জানলে কোথায়?

ঃ আমার ভাই আবেদ আলীর কাছে। সেও তো আমাদের সাথে পড়ে।

ঃ তার মানে?

ঃ মানে আবার কি? তোমার মতো আমার বাড়ী থাকলে আমিই ওকে নিয়ে যেতাম। এত ভাল ছেলেটা ওভাবে মারা যাবে। তুমিও তো ওকে পছন্দ করো খুব। ওকে যদি বাঁচাতে চাও, তাহলে তোমার এখানে নিয়ে এসো। এত তোমার দাস দাসী। তারা তাকে দেখবে। তা ছাড়া লেপ কাঁথারও তো তোমার অভাব নেই।

আর বলতে হলো না। তখনই চাকর বাকরদের হুকুম করে আমিনকে তার বাড়ীতে আনিয়ে নিলো আমিনা বেগম আর নিজে তার দেখা শুনা করতে লাগলো।

এরপর আর কি? আমিনকে আমিনার আর আমিনাকে আমিনের আগেই ভাল লেগেছিল। এখন এক সঙ্গেই থাকার ফলে দুইজন দুইজনকে ভালবেসে ফেললো। তাই একদিন আমিনা আমিনকে বললো- আমিন, আমি স্থির করেছি, আমি তোমাকেই বিয়ে, মানে শাদি করবো।

আমিন চমকে উঠে বললো- এ তুমি কি বললে আমিনা!

আমিনা বললো– কেন বলবোনা? শুনোনি তোমাকে খুব সুন্দর আর ভাল ছেলে দেখে আমার বান্ধবীরাই তোমার সাথে আমার শাদি দিতে চেয়েছিল?

ঃ আমিনা!

ঃ তোমার মতো ছেলেকে আমি ছাড়বো কেন?

ঃ তোমাকেই আমি শাদি করবো।

ঃ কি আশ্চর্য! তুমি পাগল হয়েছো আমিনা? তোমার আব্বা আমার মতো গরীব ছেলের সাথে তোমার শাদি দেবেন কেন?

আমিনা জোর দিয়ে বললো- দেবেন–দেবেন। আমি যা বলবো আমার আব্বা তাই শুনবেন। আমাকে খুশী করার জন্য আমি যাকে বলবো, তিনি আমাকে তার সাথেই শাদি দেবেন। গরীব আর গ্রাম্য লোক হলেও তিনি আপত্তি করবেন না। শুধু সে লোকটা ভাল লোক হওয়া চাই। তোমার মতো ভাল লোক আর কয়টা আছে দেশে? নামাজী ছেলে হলে তো আর কথাই নেই।

ঃ আমিনা।

ঃ মাদ্রাসায় যারা পড়ে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তো তাদের নিত্য দিনের সঙ্গী। এখন বলো, আমাকে শাদি করতে তুমি রাজী আছো কি না?

আল-আমিন বললো- আমি রাজী থাকবোনা কেন? কিন্তু আমার আয় উপায় বাড়ীঘর কিছুই নেই–

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে আমিনা বললো থাক, আর কথা

www.pathagar.com

বাড়িওনা। যা বলি, এখন তাই শুনো। এই মাদ্রাসার পড়া শেষ করে আমি বাড়ী ফিরে যাবো আর হাতের কাজ শিখবো। তুমি তো বৃত্তি পাবেই। নেহাতই না পেলে টাকা আমি দেবো। তুমি এখানে পড়াশুনা শেষ করে আরো বড় মাদ্রাসায় গিয়ে দুই তিন বছর পড়াশুনা করবে। তারপর আয় উপায়ের জন্যে চাকুরী নেবে। চাকুরীর মাইনে দিয়ে মাথা গুঁজার একটা ঠাঁই তৈয়ার করবে। মাথা গুঁজার ঠাঁইটা হয়ে গেলেই আমাকে সংবাদ দেবে। তখন আমি আমার আব্বাকে বলে আমাদের শাদির ব্যবস্থা করবো। বুঝেছো? এই আমার শেষ কথা।

তাই হলো। এই মাদ্রাসার পড়া শেষ করে আমিন বৃত্তির টাকায় আরো বড় মাদ্রাসায় দুই তিন বছর পড়াশুনা করলো। এরপর এসে মোমিনপুর মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের চাকুরী নিলো। সে কথা সে তখনই আমিনাকে জানিয়ে দিলো। এ চাকুরীতে মাইনেটা ভাল ছিল। সেই মাইনের টাকা দিয়ে আল-আমিন বাড়ী তৈরী করার চিন্তা ভাবনা করতে লাগলো। ঠিক এই সময়ই ঐ ডাকসাইটে জমিদারের হুকুম এলো- আল আমিনের মাথা চাই। হুকুম শুনে ম্যানেজার পাইক–পেয়াদা নিয়ে যখন মার মার রবে রওনা হতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই এসে বাধা দিলো জমিদার কন্যা আমিনা বেগম।

আমিনা বেগম তখন নিজের বাড়ীতেই ছিল। ম্যানেজার আর পাইক পেয়াদার হৈ–হৈ শব্দ শুনে সে ঘরের বাইরে এসে বললো– কি ব্যাপার ম্যানেজার? আপনারা এত গোলমাল করছেন কেন?

ম্যানেজার বললো- গোলমাল মানে, আমরা মাথা কাটতে যাচ্ছি আম্মুজান। আপনার আব্বার হুকুম হয়েছে, এই একজনের মাথা কাটতে যাচ্ছি।

আমিনা প্রশ্ন করলো- কার মাথা কাটতে যাচ্ছেন? ম্যানেজার বললো- ঐ মোমিনপুর মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আল-আমিনের মাথা।

আর যায় কোথায়? একে বারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো আমিনা বেগম। চীৎকার করে বললো– খবরদার। হুঁশিয়ার! ফের ও কথা বললে পাইক পেয়াদাদের হুকুম দিয়ে আমি আপনার মাথাটাই কেটে ফেলবো।

থর থর করে কেঁপে উঠলো ম্যানেজার। জমিদারের এই মেয়েই এখন এখানে জমিদার। হুকুম দিলেই পাইক পেয়াদারাও ছুটে আসবে সে হুকুম তামিল করতে। তাই ম্যানেজার কাঁপতে কাঁপতে বললো–দোহাই আম্মাজান। আমি আর এ কথা বলবোনা। কখ্খনো বলবোনা। আমাকে মাফ করে দিন। আমি এখনই অন্য কাজে যাচ্ছি।

এই বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যানেজার ছুটে শহরে গেল জমিদার সাহেবের কাছে আর তাঁকে সব কথা জানালো। শুনে জমিদার সাহেব বললেন– কি তাজ্জব! আমার মেয়ে আমিনা বাধা দিলো?

ম্যানেজার বললো– জি হুজুর! তার হুকুম না শুনলে আমারই মাথা কেটে ফেলতে চাইলো।

www.pathagar.com

জমিদার সাহেব বললেন– আজব ব্যাপার! চলো তো, এখনই গিয়ে দেখি তো কি ব্যাপার।

তখনই জমিদার সাহেব ছুটে এলেন নিজের বাড়ীতে আর আমিনাকে বললেন–কেন আম্মাজান, তুমি ম্যানেজারকে বাধা দিলে কেন?

আমিনা বেগম বললো- কারণ আছে আব্বাজান।

জমিদার সাহেব বললেন- কি কারণ?

আমিনা বেগম বললো- আব্বাজান আপনি বলেছিলেন না, আমি যাকেই শাদি করতে চাইবো, আপনি তারই সাথে আমার শাদি দিয়ে দেবেন। গরীব বড়লোক দেখবেন না? বলেছিলেন কিনা, বলুন?

জমিদার সাহেব খুশী হয়ে বললেন– হ্যাঁ আম্মাজান, তাই তো দেবো। সে লোক যেমন তেমন লোক হলেও আমি তার সাথেই তোমার শাদি দেবো। তোমাকে সুখী করাই আমার কথা। তুমি শাদি করতে চাও? বেশ বেশ। তাহলে বলো, কাকে তুমি শাদি করতে চাও?

আমিনা বেগম বললো– মোমিনপুর মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ঐ আল- আমিনকে।

জমিদারের আনন্দ তখন দেখে কে? তিনি উদ্বেলিত হয়ে উঠে বললেন- ঐ আল- আমিনকে? কি তাজ্জব-কি তাজ্জব! আমি তারই মাথা কাটতে চেয়েছিলাম? আল-আমিন মস্তবড় বিদ্বান মানুষ। নামাজী মানুষ। তুমি তাকে শাদি করতে চাও আর আমি তারই মাথা কাটতে চাইলাম। ওঃ! কি কসুর, আমার কি কসুর! তুমি আমাকে মাফ করে দাও আম্মাজান। না জেনে তোমার মনে আমি জব্বোর আঘাত দিয়েছি। আর আঘাত দেবোনা। এবার তুমি তৈরী হয়ে যাও আম্মাজান। আমি শহরে ফিরে যাওয়ার আগেই আল-আমিনের সাথে তোমার শাদি দিয়ে তবে আমি শহরে ফিরে যাবো।

যে কথা সেই কাজ। জমিদার সাহেব নিজে গিয়ে আল–আমিনকে সম্মানের সাথে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এলেন আর মহা ধুমধামে আমিনা বেগমের সাথে আল-আমিনের শাদি দিয়ে দিলেন। জমিদার সাহেব এই আনন্দেই নিজ বাড়ীতে কয়েক দিন কাটালেন। তারপর তার জমিদারী মেয়ে জামাইকে উপহার দিয়ে শহরে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে তিনি ম্যানেজারকে ডেকে বললেন- আমার জামাই আর মেয়ে এখন আমার এই জমিদারীর মালিক। এখন থেকে তারাই জমিদার। আমার বয়স হয়েছে। বাকী দিনগুলো আমি শহরে গিয়ে নিশ্চিন্তে কাটাবো। তুমি আমার মেয়ে জামাইয়ের হুকুম স-সম্মানে পালন করে ম্যানেজারী করবে।

ম্যানেজার বললো- আপনি আর এখানে আসবেন না হুজুর?

জমিদার সাহেব হেসে বললেন- আসবোনা কেন? মাঝে মাঝেই আসবো। একদম যখন অচল হয়ে যাবো তখন তো একেবারেই মেয়ে জামাইয়ের কাছে বাড়ীতে ফিরে আসবো। তুমি কিন্তু আদব আর সততার সাথে ম্যানেজারী করবে।

www.pathagar.com

এই বলে জমিদার সাহেব শহরে ফিরে গেলেন আর আল-আমিন ও আমিনা বেগম জমিদার হয়ে মহানন্দে সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে লাগলেন। এরপর আমিনা বেগমের আব্বার মৃত্যুর পর আল–আমিনই এই জমিদারীর পুরোপুরি জামিদার হয়ে গেলেন।

এই পর্যন্ত বলে উস্তাদ থামলো। সাগরেদ বললো- বড় চমৎকার কাহিনীতো! কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পারলাম না উস্তাদ। ঐ ডাকসাইটে জমিদারটা আল-আমিনের মাথা কাটতে চাইলেন কেন? এমনি এমনি কি কেউ কারো মাথা কাটতে চায়?

উস্তাদ বললো না, তা চাইবে কেন? আল আমিন ঐ ডাকসাইটে জমিদারের এই মোমিনপুর খাজনা আদায়ের কাঁচারী বাড়ীটা পুড়িয়ে দিয়েছিল, সেই জন্যে।

শুনে সাগরেদটা একদম অবাক। বললো- সে কি। শ্বশুরের খাজনা আদায়ের কাঁচারী বাড়ী পুড়িয়ে দিলো?

উস্তাদ বললো– না, তখন তো তিনি শ্বশুর হননি। জমিদারের সাথে আল আমিনের পরিচয় হওয়ার আগের ঘটনা এটা।

ঃ তাই? তাহলে ঐ কাঁচারী বাড়ী পুড়িয়ে দিলো কেন?

ঃ এক শয়তান নায়েব আর তার তাঁবেদার এক শয়তান গ্রাম্য মাতবরের অত্যাচারের কারণে স্থানীয় লোকজন আর ছাত্রদের সংগে নিয়ে আল-আমিন কাঁচারী বাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছিল।

ঃ কি রকম? মানে কেমন অত্যাচার উস্তাদ?

ঃ সেটাও এক মস্তবড় কাহিনী। মানে সেটাই আসল কাহিনী।

ঃ তাহলে সে কাহিনী বলুন?

ঃ বুঝেছি, আজকের বেলাটাও শেষ করবে তুমি।

ঃ তা শেষ হয় হোক। রাত লাগে লাগুক। আসল কাহিনীটাই না শুনে থামবো কি করে আর উঠবো কি করে?

ঃ তা-মানে–

ঃ আর মানে মানে করবেন না উস্তাদ। ঐ যে দুইটি পাথরের মানুষ দেখছি আর সাইন বোর্ডে ওদের দিকে থু থু ছুঁড়ার কথা লেখা আছে দেখছি, এই ঘটনাই যদি না শুনলাম, না জানলাম, তো আর জানলাম কি? আমিন আর আমিনার বিয়েটাতো আসল ঘটনা নয়। ওটা কথায় কথায় এসেছে।

ঃ তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু

ঃ ফের কিন্তু কিন্তু করছেন উস্তাদ? এখনও অনেক বেলা আছে। দেরী করলে কিন্তু রাত লেগেও যেতে পারে। আসল কাহিনীটা বলতে শুরু করুন। আর দেরী করবেন না।

উস্তাদ আর করে কি? বাধ্য হয়ে উস্তাদ আবার বলতে শুরু করলোঃ

লেখা পড়া শেষ করে আল-আমিন যখন এই মোমিনপুর মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষক হিসাবে

www.pathagar.com

চাকুরী করা শুরু করেছে সেই সময়ের ঘটনা। মোমিনপুরের খাজনা আদায়ের কাঁচারীতে এই সময় যে নায়েব এসেছিল, সে ছিল যেমনই শয়তান তেমনি নিষ্ঠুর। এই সময় এখানে মজির উদ্দীন নামের এক শয়তান গ্রাম্য মাত্বর ছিল। সে ছিল যেমনি শয়তান, তেমনি লোভী।

ব্যস। আর কথা কি? ঐ শয়তান নায়েব এই কাঁচারীতে আসার কয়েক দিনের মধ্যেই ঐ শয়তান নায়েবের আর শয়তান মাত্বরের মধ্যে গভীর খাতির হয়ে গেল। যাকে বলে চোরে চোরে মাস্তুতো ভাই। নায়েবের প্রধান কাজ ছিল টাকা কামাই করা আর প্রজাদের অত্যাচার করা। মাত্বরের কাজ ছিল জমি জমা বৃদ্ধি করা।

মাত্বরের নিজের জমি ছিল সামান্য। কিন্তু তার বাড়ীর একদম পাশের প্রতিবেশীর জমি ছিল অনেক। মাত্বরের বাড়ীর একদম লাগালাগি বাড়ী। ঐ প্রতিবেশীটা মারা যাওয়ার পর প্রতিবেশীর বিধবা স্ত্রী ঐ বাড়ীতে দুই ছেলে নিয়ে বাস করতো। জমি জমার মালিকও ছিল ঐ বিধবাটাই। প্রতিবেশীটা মারা যাওয়ার পর থেকেই তার জমিজমাগুলো কি করে পাওয়া যায়, লোভী মাত্বরটা সেই চিন্তা করছিল।

ঐ শয়তান লোকটা নায়েব হয়ে আসার পর আকাশ হাতে পেলো শয়তান মাত্বর। সে ছুটে গিয়ে পিরীত জমালো নায়েবের সাথে। মাতবরের পরিবারে তার দাদা দাদীর আমলে এক পীর বাবা ছিল। সেই পীর বাবার মতো নায়েবকে তার পীর বাবা বানিয়ে সে পায়ে হাত দিয়ে নায়েব কে দুই বেলা সালাম করতে লাগলো। কিছু টাকা পয়সার সাথে তরিটা-তরকারীটা, দুধটা-কলাটা প্রায় দিনই নিয়ে গিয়ে নায়েবকে ভেট্ দিতে লাগলো।

এতে করে নায়েব যারপর খুশী হলো মাত্বরের উপর। নায়েব তাকে বললো- তুমি তো বেজায় ভাল মানুষ দেখছি মাত্বর। খুবই সৎ লোক। তুমি কি আমার কাছে কিছু চাও?

গদ গদ কণ্ঠে মাত্বর বললো- জি হ্যাঁ প্রভু। আপনি আমার বাপদাদার পীর বাবার মতো পরম শ্রদ্ধেয় মানুষ। আপনাকেই আমি মনে মনে আমার পীর বাবা বানিয়ে নিয়েছি। আপনার কাছে চাইবোনা তো কার কাছে চাইবো বাবা?

ঃ বলো, কি চাও?

ঃ বাবা, জমি জমা আমার নাই বললেই চলে। অথচ আমার বাড়ীর পাশে এক বিধবা পঞ্চাশ ষাট বিঘে জমিজমা নিয়ে বসে আছে। বিধবা মানুষের জমিজমার কি দরকার। দশবাড়ী চেয়ে চিন্তে খেলেই তো তার দিন কেটে যায়।

ঃ তা বটে – তা বটে।

ঃ ঐ জমি জমাগুলো আমার চাই বাবা। আপনি যদি দয়া করে ঐ বিধবার জমি জমাগুলো আমার নামে করে দেন, তাহলে বাবার আমি কেনা গোলাম হয়ে থাকবো।

ঃ আরে ঠিক আছে- ঠিক আছে। আমার কাছে এ আবার কঠিন কাজ কি? অবশ্যই ওর সব জমি তোমার নামে করে দেবো।

www.pathagar.com

এ কাজ নায়েবের কাছে মোটেই কোন কঠিন কাজ নয়। সে দুই বেলা এই কাজই করে বেড়াচ্ছে। কেউ কিছু টাকা ঘুষ দিলেই নায়েব অন্যের জমি তার নামে করে দিচ্ছে। দেশে লোভী লোকের অভাব নেই। নায়েবকে কিছু টাকা দিলেই জমি পাওয়া যায় দেখে দলে দলে লোক টাকা হাতে এসে নায়েবের কাছে ভিড় করছে। নায়েবও দেদারছে একজনের জমি টাকা ঘুষ নিয়ে অন্য জনকে দিয়ে দিচ্ছে। বিশেষ করে গরীব এতিমদের জমিই বেশী বেশী অন্য জনকে দিচ্ছে নায়েব। কারণ, এরা প্রতিবাদ করতে পারে না। নায়েবের বিরুদ্ধে নালিশ নিয়ে জমিদারের কাছে যেতে পারে না। কেউ সে চেষ্টা করলেও লাভ হচ্ছে না। জমিদার থাকেন শহরে। তাঁর দেখা কেউ পাচ্ছে না। এর ফলে শুধুই বেড়ে যাচ্ছে নায়েবের রাগ। যে নায়েবের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, নায়েব পেয়াদা পিওন দিয়ে তাকে লাঠিপেটা করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে আর তার বাড়ী আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। এই নায়েবের পক্ষে কি তার তাঁবেদার মাত্বরকে বিধবার জমি দিয়ে দেয়া কঠিন?

মাত্বর হরদম ভেট্ পাঠাচ্ছে নায়েবের কাছে আর নায়েব একে একে বিধবার সমস্ত জমি মাতবরের নামে পার করে দিচ্ছে।

বলে যাচ্ছে উস্তাদ আর শুনে যাচ্ছে সাগরেদ। শুনতে শুনতে সাগরেদ তাজ্জব হয়ে বললো– সে কি উস্তাদ? এতবড় অন্যায় আর এতবড় অত্যাচার?

উস্তাদ বললো– নায়েবের অত্যাচারের কি শেষ আছে? জমিজমা কেড়ে তো নিচ্ছেই, এর সাথে হাজারটা অত্যাচার নায়েবের। যেখানে যা কিছু ভাল জিনিস দেখছে, পেয়াদা-পিওন, তলবদার-টাকনদার পাঠিয়ে তাই কেড়ে আনছে। কোন গরীব জেলে যদি কোন দিন একটা বড় মাছ পায়, নায়েবের লোক গিয়ে অমনি তুলে আনে সে মাছ। জেলে দাম চাইতে গেলে দাম দেয়ার বদলে নায়েব জেলেকে জুতাপেটা করে। কোন গরীব মানুষের গরুর দুধ বেচে খাওয়ারও উপায় নেই। নায়েবের হুকুম, দুধ তার বাড়ীতে দিতে হবে। বাধ্য হয়ে গরীবেরা তাই দেয়। কিন্তু মাস অন্তর দাম চাইতে গেলে ঐ জুতাপেটা। কাঁঠালটা, কলাটা ভাল কিছু দেখলেই নায়েবের লোক তা জোর করে নিয়ে আসে। জুতাপেটা হওয়ার ভয়ে কেউ আর দাম চাইতে আসে না।

সাগরেদটা আবার বলে উঠলো– সেকি! জমিদার ছাড়া কি এর প্রতিকার করার দেশে কেউ ছিল না?

উস্তাদ বললো– কে থাকবে? দেশে তখন সৎ আর সাহসী মানুষের খুবই অভাব। তেমন মানুষ বলতে এক মাত্র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ঐ আল-আমিন ছাড়া আর কাছে কোলে কেউ ছিল না। অত্যাচার হলে অনেকে ঐ প্রধান শিক্ষকের কাছে গিয়ে এর প্রতিকার চাইতো। কিন্তু প্রধান শিক্ষক করবে কি? তার হাতে তো আর পাইক, পেয়াদা নেই। শুনে আল আমিন শুধু রাগে কাঁপে আর দাঁত কাঁমড়ায়। কিছু করতে পারে না।

সাগরেদ বললো– এমন ব্যাপার, শুধু দাঁত কামড়িয়েই থেমে গেল আল- আমিন? কোন

www.pathagar.com

প্রতিবাদ করতে পারে না?

ঃ প্রথম-প্রথম পারেনি। কিন্তু একদিন তা করলো। সদরউদ্দীন নামের এক অত্যন্ত গরীব মানুষ বাড়ীর গাছের একডালা নতুন সিম হাটে বেচতে এনেছিল। বাড়ীর কাউকে খেতে দেয়নি। এই সিমগুলো বেচে চাউল কিনে নিয়ে গেলে তবেই তার বউ বাচ্চার খাওয়া। দুইদিন হলো, তারা প্রায় অনাহারে আছে। এই সময় চাকর নিয়ে নায়েব এলো হাটে। এসে নতুন সিম দেখে নায়েব খুশী হয়ে বললো– কিরে সদরদ্দি, সিম এনেছিস? দে- দে, আমার ধামায় ঢেলে দে। বাড়ীতে আমার কুটুম এসেছে, বুঝতে পারলিতো? নইলে কি আর এমনি বলি?

বলেই হাসতে লাগলো নায়েব। হাসতে হাসতে বললো নতুন গাছের নতুন সিম, এর স্বাদই আলাদা। সদরউদ্দীন বললো– দামটা কিন্তু দিতে হবে হুজুর। চাউল কিনে নিয়ে গেলে তবেই আমার বউ বাচ্চার খাওয়া।

নায়েব বললো– দেবো- দেবো, দুদিন পরেই দামটা পাবি। এত তাড়াহুড়া কেন?

সদরউদ্দীন কাতর কণ্ঠে বললো- দোহাই হুজুর। এখনই দাম না দিলে সিম দিতে পারবো না। কিছুতেই পারবো না।

নায়েবের মাথায় আগুন ধরে গেল। সে চীৎকার করে বললো- তবে রে বদ্‌মায়েশ! সিম দিবিনে? তোর বাপ দেবে। বলেই জুতো পায়ে সদরউদ্দীনের বুক বরাবর ভীষণ জোরে মারলো এক লাথি। সদরউদ্দীন ধূলোয় লুটিয়ে পড়লো। নায়েব সিমগুলো সব তার ধামায় ঢেলে নিয়ে চলে গেল।

হাট ভরা লোক নীরব হয়ে তা দেখতে লাগলো। এই সময় সেখানে এলো আল-আমিন। সবাইকে লক্ষ্য করে আল আমিন বললো- নায়েবের এই জুলুম নীরবে দেখলেন আপনারা? কিছুই বললেন না?

অনেকেই উত্তর দিলো– কি বলবো? পানিতে বাস করে কি কুমিরের সাথে লড়াই করবো? নায়েবকে কিছু বলতেই তো আমাদের জমি জমা সব নিলাম হয়ে যাবে। বউ বাচ্চা নিয়ে কি পথে বসবো আমরা?

বলেই সকলে সরে গেল সেখান থেকে। আল আমিন পরের দিন খবর পেলো- ধরা ধরি করে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার পর সদরউদ্দীন সেই রাতেই মারা গেছে।

সাগরেদ বললো। সে কি উস্তাদ! একদম মেরে ফেললো?

উস্তাদ বললো– থামো– থামো। আরো আছে। নায়েবের অবাধ্য যে হয় নায়েব তাকেই লাঠিপেটা করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তাঁর বাড়ী ঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এই দিতে দিতে একদিন ঘরে মানুষ থাকতেই নায়েব ঘরে আগুন দিয়ে ঘর আর মানুষ দুটোই পুড়িয়ে দিলো। মানুষটা আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে গেল।

www.pathagar.com

সাগরেদ চীৎকার করে বলে উঠলো– আহ্! উস্তাদ! একি জুলুম-একি জুলুম!

উস্তাদ বললো– এখানেই শেষ নয়। ঐ দিনই ঐ শয়তান মাত্বর তার প্রতিবেশী বিধবাটার ঘরে আগুন দিয়ে দুই ছেলে সমেত বিধবাটাকে পুড়িয়ে মারলো।

সাগরেদ কাঁপতে কাঁপতে বললো- তার মানে?

উস্তাদ বললো–মাত্বর একে-একে বিধবার সব জমিজমা এমনকি বিধবার বাড়ীটাও নিয়ে নিয়েছিলো। কিন্তু বিধবাকে ঘর থেকে বের করতে পারলো না। মাত্বর এসে নায়েবকে বললো- পীর বাবা, বিধবাটাতো ঘর থেকে বেরোয় না। এখন কি করি।

নায়েব সেই দিন একজনকে পুড়িয়ে মেরেছে। তাই সে জোশের উপর ছিল। সে তার তাঁবেদার মাত্বরকে বললো– জ্বালিয়ে দে। রাত্রে ছেলেদের নিয়ে বিধবাটা ঘুমিয়ে থাকবে যখন, তখন ঘরে আগুন লাগিয়ে দে! ছারপোকার বিছন সাফ হয়ে যাবে।

তাই করলো মাত্বর। পরের দিন সকলে দেখলো, পোড়া ঘরের ছাইয়ের মধ্যে বিধবা আর তার দুই ছেলে আগুনে পুড়ে মরে আছে।

এক সাথে এই দুই খবর গেল আল আমিনের কাছে। নায়েবের মানুষ পুড়িয়ে মারা আর বিধবাকে সন্তান সমেত পুড়িয়ে মারার খবর এক সাথে কানে গেল আল-আমিনের। সে তখন লাফিয়ে উঠে হাঁক দিলো তার ছাত্রদের আর মার মার রবে রওনা হলো কাঁচারী বাড়ীর দিকে। এই সব নির্মম হত্যার কারণে সেখানকার সকল জনগণও রাগে কাঁপছিলো। আল আমিনকে রওনা হতে দেখে তারাও সকলেই যোগ দিলো আল আমিনের ছাত্রদের সাথে।

আর যায় কোথায়? আল-আমিনের দল তখনই ঘিরে ফেললো কাঁচারী বাড়ী। কাঁচারী বাড়ীতে আগুন দিয়ে নায়েব সমেত ঐ কাচারী বাড়ী পুড়িয়ে ছাই করে দিলো।

এরপর এখানেই থামলোনা আল আমিন। দল নিয়ে গিয়ে সে ঐ মাত্বরের বাড়ীতেও আগুন ধরিয়ে দিলো। আর ঐ মাত্বরকেও পুরিয়ে মারলো সেই আগুনে।

সাগরেদ এবার আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললো- সাব্বাস- সাব্বাস।

উস্তাদ বললো–কাঁচারী বাড়ী পোড়াবার ঐ খবর পেয়েই ঐ ডাকসাইটে জমিদার আল-আমিনের মাথা কাটতে চেয়েছিল। কিন্তু তাঁর মেয়ে আমিনা বেগম আল-আমিনকে শাদি করতে চাওয়ায়, জমিদার আল আমিনের সাথে মেয়ের শাদি দিয়ে দিলেন আর তাঁর জামিদারীটাও মেয়ে জামাইকে দিয়ে দিলেন।

সাগরেদ আবার বলে উঠলো– সাব্বাস্- সাব্বাস্!

উস্তাদ বললো– আল-আমিন জমিদার হয়ে মোমিনপুরের খাজনা আদায়ের কাঁচারী পাশের গাঁয়ে পার করলো আর মোমিনপুরের কাঁচারী বাড়ীর জায়গাটা তার মাদ্রাসার মধ্যে নিয়ে মাদ্রাসাটা আরো বড় করলো।

www.pathagar.com

সাগরেদ এবার আওয়াজ দিলো- মারহাবা- মারহাবা!

উস্তাদ বললো- এরপর জমিদার আল-আমিন নায়েব আর মাত্বরের ঐ পাথরের মূর্তি বানিয়েছে আর ওদের দিকে থুথু ছুঁড়ে মারার কথাটা পাথরের ঐ প্লেটে লিখে দিয়েছে।

সাগরেদ বললো- আল-হাম্দুলিল্লাহ আল-হাম্দুলিল্লাহ! জব্বোর কাহিনী উস্তাদ! ফাটাফাটি কাহিনী।

ঃ খুশী হয়েছো তো?

ঃ জি উস্তাদ। আমি একদম খুশী।

ঃ তাহলে চলো, বেলা এখনও অনেক খানি আছে। এবার যাওয়া যাক।

ঃ চলুন উস্তাদ, চলুন-

উস্তাদ রওনা হলো। পোঁট্লাটা কাঁধে নিয়ে সাগরেদ তার পিছে পিছে চললো!

www.pathagar.com

আল্লাহর গজব

যাচ্ছেই-যাচ্ছেই। দুইজন একটানা যাচ্ছেই। আগে যাচ্ছে উস্তাদ তার পেছনে সাগরেদ। সাগরেদের কাঁধে মস্তবড় এক পোঁট্‌লা। উস্তাদ যাচ্ছে তার নিজের উস্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে। সাগরেদ যাচ্ছে তার উস্তাদের উস্তাদকে দেখতে। সুদীর্ঘ পথ। একটানা গেলেও দেড় দুইদিন লাগে। সাগরেদের জিদের কারণে এবার তিনদিন পার হয়ে যাচ্ছে। পোঁট্‌লায় শুকনো খাবার আছে। রুটি গুড় চিড়া ইত্যাদি। সুবিধা মতো জায়গায় বসে খাবার খেয়ে আর রাত্রি যাপন করে ভোরেই আবার রওনা হচ্ছে দুইজন।

ভোরে রওনা হলে কি হবে? মাসটা চৈত্রের শেষ বৈশাখের শুরু। মেঘের কোন চিহ্ন নেই আকাশে। বেলা একটু বাড়তেই তাঁ তাঁ রোদ উঠে মাথার উপর। এদিকে রাস্তাতেও গাছপালার নাম নিশানা নেই। ছাঁয়ার জন্যে ছটফট করে মন। দীর্ঘ রাস্তা। হাঁটতেই ঘাম ঝরে কপাল থেকে।

www.pathagar.com

পোঁট্‌লা টানতে তো কথাই নেই। সাগরেদটার সারাদেহ ভিজে যায় ঘামে। তাঁকে একটু আরাম দেয়ার জন্য উস্তাদটা মাঝে মাঝেই নিজের কাঁধে তুলে নেয় পোঁট্‌লাটা। নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে উস্তাদও ঘামতে থাকে অবিরাম। তাই সাগরেদ তাকে বেশীক্ষণ বইতে দেয় না পোঁট্‌লা। উস্তাদকে কষ্ট দিলে গুনাহ্ হবে ভেবে সাগরেদ অল্পক্ষণ পরে পরেই উস্তাদের কাঁধ থেকে পোঁট্‌লাটা নিজের কাঁধে পার করে নেয়। নেবেইতো, উস্তাদের চেয়ে সে যে অনেক বেশী তরতাজা জোয়ান মানুষ। একদম এক যুবক।

এইভাবে চলতে চলতে তাদের রাস্তার পাশেই ছায়া অর্থাৎ বসার জায়গা পেয়ে উস্তাদ– সাগরেদ দুইজনই গিয়ে ধপ্ করে বসে পড়লো সেখানে। এটাও একটা চৌরাস্তা। তাঁদের হাতে বাঁ থেকে আর একটা রাস্তা এসে তাঁদের রাস্তার উপর দিয়ে ডান দিকে চলে গেছে। বসে একটু বিরাম নেয়ার পরেই উস্তাদ দুই হাত তুলে কিছুক্ষণ আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করলো। মোনাজাত শেষ হতেই সাগরেদ প্রশ্ন করলো– কি ব্যাপার উস্তাদ? দোআ কালাম পড়লেন বলে মনে হলো।

উস্তাদ বললো হ্যাঁ, মোনাজাত করলাম। আল্লাহ তায়ালার শোকর গুজারী করলাম।

ঃ মানে?

ঃ মানে, আল্লাহ তায়ালাকে ধন্যবাদ দিলাম।

ঃ তাজ্জব। কেন উস্তাদ, হটাৎ আল্লাহ তায়ালাকে ধন্যবাদ দিতে গেলেন কেন?

উস্তাদ আঙ্গুল তুলে বললো-ঐ যে দেখো, ওখানে ঐ পাথরের পাতে লেখা আছে- "আল্লাহকে ধন্যবাদ দিন।" তাই আল্লাহকে ধন্যবাদ দিলাম।

শুনেই সাগরেদ ছুঁটে গেল সেখানে। গিয়েই সে তাজ্জব হয়ে দেখলো, পাথরের পাতে শুধু ঐ লেখাটাই নয়, পাথরের তৈরী দুইটি মানুষের মূর্তিও আছে সেখানে। পাথরের একটা মানুষ উপুড় হয়ে সটান পড়ে আছে একটু নিচে আর একটু উঁচুতে আর একটা পাথরের মানুষ দাঁড়িয়ে আছে হাসি মুখে।

তাজ্জব হয়ে কিছুক্ষণ এসব দেখেই ফিরে এলো সাগরেদ। এসেই সে বললো– আরে –আরে! কি আজব ব্যাপার। এসব এখানে আছে, তা বুঝি আপনি আগে থেকেই জানতেন উস্তাদ?

উস্তাদ হাসিমুখে বললো– হ্যাঁ, জানতাম।

ঃ তাই এখানে এসে বসলেন?

ঃ হ্যাঁ, তাই বসলাম।

ঃ এই ছাঁয়া আর বসার জায়গা না থাকলেও কি এখানে আপনি থামতেন?

ঃ অবশ্যই থামতে হতো। আগেই তোমাকে বলিনি, রাস্তার দুইতিন জায়গায় থামতে হবে আমাকে? এইটেই সেই শেষ জায়গা।

ঃ তা কি ঐ পাথরের পাতে লেখাগুলোর জন্যে? মানে, লেখার কথা পালন করার জন্যে?

www.pathagar.com

ঃ হ্যাঁ, ঐ লেখার কথা পালন করার জন্যে।

ঃ মানে, আপনি তাহলে প্রতিবারই ঐ লেখার কথা পালন করেছেন?

ঃ হ্যাঁ। এর আগে আমি যতবারই এই পথে যাতায়াত করেছি, ততবারই পালন করেছি।

সাগরেদ এঁটেসেঁটে বসে বললো– সাব্বাস! তাহলে আর একটা সুযোগ পাওয়া গেল।

ঃ সুযোগ! কিসের সুযোগ?

সাগরেদ বললো- মজার মজার গল্প শোনার সুযোগ।

ঃ মজার মজার গল্প!

ঃ গল্প মানে কাহিনী। কাহিনী মানে ঘটনা। মজার মজার ঘটনা শোনার আমার জব্বোর নেশা কিনা। আর একটা ঘটনার কথা শোনার সুযোগ পাওয়া গেল।

উস্তাদ বললো– ঘটনা শোনার মানে? কিসের ঘটনা?

সাগরেদ বললো– ঐ পাথরের মূর্তিগুলোর ঘটনা। ওগুলো তো অমনি অমনি তৈয়ার করে রাখা হয়নি। লেখাটাও এমনি এমনি লিখে রাখা হয়নি? নিশ্চয়ই এর পেছনে ঘটনা আছে জব্বোর। আছে কিনা? বলুন।

ঃ তা- মানে-

ঃ আছে কিনা তাই বলুন। এড়িয়ে যাবেন না।

ঃ হ্যাঁ, আছে।

ঃ ব্যাস্। আমি সেইটেই জানতে চাচ্ছি। শুরু করুন উস্তাদ। বলতে শুরু করুন।

উস্তাদ বললো– কি মুস্কিল! আবার জেদ ধরলে?

সাগরেদ বললো– খামাখা তো নয় উস্তাদ। এর পেছনে কিছু দুর্দান্ত ঘটনা আছে বুঝেই বলছি। গড়িমসি না করে শুরু করুন। তাড়াতাড়ি শুরু করলে বেলা অনেক থাকতেই আমরা আবার রওনা হতে পারবো। আপনি জানেনই তো আমার ইচ্ছা পূরণ না হলে আমি উঠবো না!

উস্তাদ আর করবে কি। বাধ্য হয়েই উস্তাদ ঘটনাটা বলতে শুরু করলোঃ

গাঁয়ের নাম এঁটেল হাটি। খুবই উঁচু এলাকার একটি গাঁ। বান বন্যা এ এলাকায় কখনো উঠেনা। কোন নদী নালাও নেই। মাঠের জমি এঁটেল আর দো-আঁশ বলেই হয়তো এ গাঁয়ের নাম হয়েছিল এঁটেল হাটি। দুই ঈমানদার বান্দা বান্দী বাস করতো এই গাঁয়ে। হুসেন আলী আর হুস্নে আরা এদের দুইজনের নাম। এরা খুবই গরীব। কিন্তু গরীব হলেও এরা খুবই আল্লাহ ভক্ত আর নামাজী লোক। ভালবেসেই বিয়ে হয়েছিল এদের। এখন আর এদের তিনকুলে কেউ নেই। এখন এরা এক ছেলে আর এক মেয়ের বাপ মা।

এক সময় এ গাঁয়ের সকলেই খুব গরীব ছিল। সকলেই মজুর খাটতো ভিন্ এলাকার আবাদী আর ধনী লোকের গাঁয়ে। বান বন্যা এদের মাঠে উঠতো না। বর্ষা নামার সময়, মানে আকাশ

www.pathagar.com

থেকে বৃষ্টি হওয়ার সময় (আষাঢ় মাসে) এরা এদের জমিতে তরি তরকারী, শসা, কুমড়া, ঝিংগে ইত্যাদি আর কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে আলু, কলাই আর সরিষার আবাদ করতো। এই সব ফসল নিয়ে গিয়ে আবাদী এলাকায় ধনী লোকদের কাছে বিক্রি করতো। এসব বেচে যে সামান্য পয়সা পেতো তার সাথে সারা বছর মজুর খেটে কোন মতে দিন কাটতো তাদের।

কিন্তু হুসেন আলী মজুর খাটতো না। সে আর তার বউ হাতের কাজ করতো। হুসেন আলী ডালীডালা বুনতো আর তার বউ হুস্নে আরা খেজুরের পাতা দিয়ে খেজুর পাটি বুনতো। হুসেন আলী সেই সব ডালাডালি আর খেজুর পাটি নিয়ে গিয়ে ভিন্ গাঁয়ের ঐ ধনী লোকদের কাছে বিক্রি করতো। এতে তাদের যা আয় হতো তাই দিয়েই দিন চলে যেতো তাদের।

এখন দুইটি ছেলে মেয়ে হয়ে খরচ তাদের বেড়ে গেছে। শুধু হাতের কাজ দিয়ে দিন তাদের চলে না। মাঠে দেড় বিঘে জমি আছে তাদের। কিন্তু তাতেও কোন উপকার হয় না। কষ্টেই দিন কাটে তাদের। এর পরই বদলে গেছে দিন।

এর পরেই খুলে গেছে এঁটেল হাটি গাঁয়ের লোকজনের কপাল। মাঠে বান বন্যা না এলেও পানি সেঁচে রোপা আমনের আবাদ করা শুরু করেছে তারা। বান বন্যা না এলেও আর নদী নালা না থাকলেও এই এলাকায় মস্ত মস্ত দিঘী আছে অনেকগুলো। এই দিঘীর পানি সেঁচে অনেক উঁচুতে তুলে মস্ত গর্ত ভর্তি করা হতো। গর্ত মানে, ডোবার মতো মস্ত বড় গর্ত। সাত আটজন মজুর অবিরাম সেঁচে এই ডোবা ভর্তি করতো আর ছোট ছোট নালা কেটে এই ডোবার পানি বিভিন্ন জমিতে পাঠিয়ে দেয়া হতো। গায়ের লোকেরা মজুর ছাড়াই, অর্থাৎ বিনে খরচে এই পানি সেঁচতে পারতো। কিন্তু পানি সেঁচার সময় দুই চারজন ছাড়া আর কেউ আসে না দেখে বিঘে প্রতি চাঁদা ধরে, সেই চাঁদার পয়সা মজুরদের দেয়া হতো। এই নালার পানি সবাই যাতে করে ঠিক মতো পায় সেই জন্যে মাইনে করা একজন পানির চালক (ড্রেনম্যান) রাখা হতো।

আক্কাস আলী শাকিদার নামের এক খন্নাস, মানে বদ্মায়েশ লোকের জমি সাত-আট বিঘে হলেও সে এক বিঘের বেশী চাঁদা দিতো না। তার জমি ছিল সকলের জমির খুবই নীচে। চার দিক থেকে সকলের জমির পানি চুইয়ে আক্কাস আলীর ঐ ডোবার মতো সাত আট বিঘে জমিতে গিয়ে জড়ো হতো। তাই আক্কাস আলীর কথা– "আমি ঐ নালার পানি নেবোও না, এক বিঘের বেশী জমির চাঁদাও দেবোনা। পানির টান পড়লে নালার পানি নিতে হবে বলে ঐ এক বিঘের যে চাঁদা হয় সেই চাঁদা দেবো।" শয়তান আক্কাস আলীকে বাধ্য করে সাধ্য কার?

"কিগো আক্কাস মিয়া, তোমাদের মাঠে এখন ধানের ফলন কেমন?

আক্কাস মিয়া মানে এঁটেল হাটি গ্রামের ঐ খন্নাস আদমী আক্কাস আলী শাকিদার। প্রশ্নকর্তা পাশের গাঁয়ের কাজেমউদ্দীন। রোয়া ধানের আবাদ করে আক্কাস আলী ইদানিং দু'টো পয়সার মুখ দেখছে। এতে করে যতটা তার খুশী আনন্দ বেড়েছে তার চেয়ে বেশী বেড়েছে অহংকার। আক্কাস আলী এখন ভারিক্কী চালে চলে। কথা বলে মোটা মোটা।

www.pathagar.com

এ খবর কাজেমউদ্দীন রাখে। অধিক ফলন ফলানো নিয়ে আক্কাস আলীর আর একটা বাড়তি দেমাগও আছে। মুরোদের দেমাগ। তাকে সামনে পেয়ে এ কারণেই কাজেমউদ্দীন এই প্রশ্ন করলো। উদ্দেশ্য আক্কাস আলীর ভাব দেখা।

কাজেমউদ্দীনের প্রশ্নে আক্কাস আলীর মুখমণ্ডলে দপ করে আলো জ্বলে উঠলো। গর্বে ফুলে উঠলো তার বুক। বুক ফুলিয়ে বললো– ত্রিশ মণ, ত্রিশ মণ। বিঘে প্রতি এক কুড়ি দশ মণ।

কাজেমউদ্দীন বললো– সে কি! তবে যে তোমাদের গাঁয়ের হুসেন আলীরা বললো– দশ থেকে পনের মণ। শেষের দিকে পানির টান পড়ায় নাকি ধান সব চিঁটে হয়ে গেছে। পনের মণের অধিক প্রায় লোকেরই ফলেনি।

নাক মুখ কুঞ্চিত করে আক্কাস আলী বললো- হুঁ: হুসেন আলীরা ঐ রকমই বলে। নাচার ঢং না থাকলে উঠানের দোষ তো দেবেই।

ঃ কি রকম?

ঃ রকম আবার কি? মরদগুণে রোয়া ধানের আবাদ। আবাদ করার হুনোর হিকমত জানতে হয়, জো-বাও চিনতে হয়, সময় মতো সার নিড়ানী দিতে হয়। হুসেন আলীরা কি এসব কিছু বোঝে?

ঃ বোঝে না?

ঃ মোটেই না। গরুর বেটা গরু। খায় দায় আর ঘোৎ ঘোৎ করে ঘুমায়। চারা গেড়ে এলেই ধান কি ধান ঢেলে পড়বে জমিতে? রোয়া ধান ফলাতে মুরোদ লাগে।

ঃ মুরোদ!

ঃ হিক্‌মত– হিক্‌মত। হিক্‌মত জানা না থাকলে ঐ দশ- পনের মণ হবে নাতো কি ত্রিশ বত্রিশ মণ হবে?

এই আবাদ আসলেই এক হিকমতি আবাদ। ধানের গোছের গোড়ায় সদা সর্বদা পানি জমে থাকলে আর গোছের মাথায় সূর্যের খরতাপ ঢলে পড়লে ধান ফলে ডবল। মানে দুই গুণ আড়াই গুণ। আক্কাস আলীর হুনোর হিক্‌মতের বড় হিক্‌মত পানি বন্টনের এই পক্ষপাত।

একটানা বলে যাচ্ছে উস্তাদ। নীরবে শুনে যাচ্ছে সাগরেদ। কোন কথা বলছে না। কান পেতে শুনতে শুনতে এবার কথা বললো সাগরেদ। বললো-পানি বণ্টনের পক্ষপাত! এটা আবার কি বিষয় উস্তাদ?

উস্তাদ বললো- সকল অবিচারের এইটেই মূল বিষয়। বলে যাই, শুনে যাও –

উস্তাদ ফের বলতে লাগলো– আক্কাস আলী শাকিদারের গোষ্ঠী গাঁয়ের মধ্যে বড় গোষ্ঠী। জনগণ অনেক। এদের আবার অনেকেই কলহপ্রিয় আর দাঙ্গাবাজ। পানি চালকের নিরপেক্ষতা, মানে সকলের জমিতে সমানভাবে পানি দেয়া আর সম্ভব হয় কতক্ষণ? শক্তের ভক্ত সকলেই।

www.pathagar.com

পানি চালক আর করে কি? অন্যের জমিতে একবার করে পানি দিতে আক্কাস আলীর জমিতে পানি দেয় তিনবার করে। তবুও আক্কাস আলী সারা গাঁ খ্যাঁক্‌খ্যাঁক্ করে ঘুরে বেড়ায়। বলে বেড়ায়, আমি পানি পেলাম না। আমার ধান পুড়েই গেল।

একটু থেমে উস্তাদ আবার বলতে শুরু করলো। বললো—আক্কাস আলীর দ্বিতীয় হিক্‌মত আক্কাস আলীর জমিটাই। বড় কায়দা মতো এক দাগে সাত-আট বিঘে নীচু জমি। এক কালে ছোট্ট একটা দিঘী ছিল এটা। পলি পড়ে পড়ে দিঘীটা ভরাট হয়ে গেছে। পলি পড়ে মানে, বৃষ্টির পানিতে চারদিকের মাটি সার নেমে এসে এসে দিঘীটা ভরাট হয়ে গেছে। অল্প সারেই ধানের চারা পেখম ধরে উঠে। আক্কাস আলীর দাদার আমলেই দিঘীর এই তলাটা তাদের নিজস্ব জমি হয়ে গেছে। জমির স্থানীয় কর্মকর্তার সাথে ভাব থাকলে, কিনা হতো সেকালে।

গাঁয়ের সকলের জমি আক্কাস আলীর এই নীচু জমির পাড়ের উপর। ফলে সবার জমিই আক্কাস আলীর জমির অনেক উঁচুতে। এতে করে আক্কাস আলীর জমিতে পৃথকভাবে পানির সেঁচ না দিলেও চারপাশের এইসব উঁচু জমির ফাঁক ফোকর দিয়ে চুইয়ে আসা পানি আক্কাস আলীর জমিতে এসে সব সময়ই জমে থাকে।

আক্কাস আলীর আবাদ করার তৃতীয় হিকমত পানি চুরি। সরু একটা লাঠি হাতে আক্কাস আলী সব সময়ই মাঠের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। তার জমির চার পাশের জমিওয়ালারা জমিতে পানি দিয়ে সরে গেলেই কাদায় বাঁধা নরম বাঁধ বা আইলের তল দিয়ে সে লাঠি ঢুকিয়ে দেয়। লাঠি ঢুকিয়ে দিয়ে একাধিক ফুটো তৈরী করে। ঐ ফুটো দিয়ে সব পানি আক্কাস আলীর জমিতে নেমে আসে।

ফুটো করার মত কাটা দিনে না পেলে রাতে আর তার হাত ছান্দে কে? রাতে সে ফুটো করে আর সারারাতে সকলের জমির পানি আক্কাস আলীর জমিতে নেমে আসে।

পরের দিন সকালে জমিওয়ালারা জমিতে এসে মাথায় হাত দেয়। সন্ধ্যা বেলা যে জমি পানি দিয়ে ডুবিয়ে দিয়ে গেল সকালে সে জমিতে এক ফোঁটাও পানি নেই। তারা দেখতে পায় ফুটোগুলো। বুঝতে পারে, এ কুকীর্তি আক্কাস আলীর। আক্কাস আলীকে সে কথা বললে সে ঝাড়া 'না' জবাব দিয়ে বসে। ক্ষেপে গিয়ে বলে, ঘুঘ্‌রীপোকা বা কাঁকড়ায় কাটা খোল (ফুটো) দিয়ে যদি পানি বেরিয়ে যায়, তাহলে সে দোষ কি আমার? আমি কি সারারাত অন্যের জমির ফুটো-ফোঁকর মুজিয়ে বেড়াবো?

আক্কাস আলীর তৈরী ফাঁক ফোঁকরের প্রশ্ন তো আছেই এর উপর পানি চালকের পক্ষপাতের করুণতম শিকার হলো ঐ গাঁয়েরই হোসেন আলী। খেটে খাওয়া অসহায় মানুষ। ধন বল জন বল কিছুই তার নেই। সকলের দয়ার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু নিখাদ দয়াটাও এ দুনিয়ায় দুলর্ভ। হুসেন আলীর একখানা মাত্র জমি। দেড় বিঘার একদাগ। সে জমিটাও আবার আক্কাস আলীর জমির সাথে সংলগ্ন। আক্কাস আলীর জমির খাড়া দুই তিন হাত উপরে। পানি চালকের পক্ষপাতিত্ব প্রতি বছরই হুসেন আলীর আবাদের দুরাবস্থা করে ছাড়ে। অন্যের জমিতে একবার দিতে আক্কাস

www.pathagar.com

আলীর জমিতে দেয় তিন বার। এ ছাড়াও অন্যেরা তিনবার পেতে হুসেন আলী পায় মাত্র একবার। অসহায় লোক হওয়ার জন্যে তার অভিযোগে অনুরোধে কান দেয় না পানি চালক। পানি নিয়ে ইয়া নফ্সী অবস্থা হলে কান দেয়না অন্য কেউই।

হোসেন আলীর নুন আনতে পান্তা ফুরায়। বিবি বাচ্চা নিয়ে চারজন মানুষ তারা। তার আর তার বিবির হাতের কাজের উপর সকলের মুখের গ্রাস নির্ভর করে। দিন আনে দিন খায়। একখানা মাত্র খড়ের ঘর। আহার জোটাতে সে ঘরটাও ছাওয়া হয় না ঠিক মতো।

রোয়া ধানের আবাদ আসায় নি:শ্বাস কিছুটা তার সরেছে। পুড়ে ধুরে যাওয়ার পরও পনের ষোল মণ ধান যা সে পায়, তা দিয়ে মাস চারেকের পাঁচেকের খোরাকী হয়ে যায়। হাতের কাজের সাথে এ অনেকটা সহায় হয়।

ঠিক মতো আবাদ হলে আর না হোক দেড় বিঘে জমিতে মণ তিরিশেক ধান সে পেতে পারে। তা পেলে অভাবটা তাঁর আরো বেশী কাটে। তাই হুসেন আলী এবছর আবাদের দিকে অধিক নজর দিয়েছে। কর্জ করে টাকা নিয়ে জমিতে ঠিক মতো কাঁদা করেছে, ভাল বিছন গেরেছে, সার দিয়েছে যথাযথ, নিড়ানী দিয়েছে বার তিনেক। ফলে পানি বন্টনের অনিয়ম সত্বেও এবার তাঁর আবাদের চেহারা আগের চেয়ে আনেক বেশী তাগড়া। নিজেই সে গোবর পচানো সার তৈরী করে যত্নের সাথে।

আসলে বছরটা এবার আবাদী বছর বলে মনে হচ্ছে সবার। সবার আবাদই তাগড়া। আক্কাস আলীর তো কথাই নেই। এবার তাঁর বিঘে প্রতি পঁয়ত্রিশ মন ফলবে, আক্কাস আলী এই হিসাব কষছে। মনে মনে স্থির করছে ধান উঠলেই এবার সে ইট দেবে ঘরে। অগ্রিম সে বাঁকীতে ইট এনে রেখেছে। ঝাঁঝড়া ফুটো টিন গুলোও পাল্টে ফেলবে চালের। টিনও আনিয়ে নিয়েছে অগ্রিম। ফট্কা মেরে তাঁর দাদা চালে যে টিন দিয়ে গেছে, সেগুলো ঝাঁঝড়া হয়েছে জায়গায় জায়গায়। ধানের ফলন তার এবার নির্ঘাত বেশী হবে। আর তাকে পায় কে? ঘরের টিনও পাল্টে ফেলবে সে। আক্কাস আলীর বুক খুশিতে ফুলে ফুলে উঠছে।

আবাদের চেহারা দেখে এমন ভাবনা অনেকেই ভাবছে। ভাবছে হুসেন আলীও। আবাদ উঠলেই এবার সে ঘরটা ভালো করে ছেয়ে নেবে। চালে অনেক ফুটো দেখা দিয়েছে। ভাবছে, কর্জ দেনা শোধ করার পরও বউ বাচ্চাদের কাপড় কিনে দিতে পারবে। কাপড় তাদের তেনা তেনা হয়ে গেছে। খোরাকও আগের চেয়ে আরো দু'এক মাস বেশী যাবে। হাতের কাজের রোজগারটা এর সাথে তো থাকছেই। হুসেন আলীর দীলের কোণেও খুশির আভাস ঝিলিক দিচ্ছে।

কিন্তু "হাসির পরে আছে কান্না, বলে গেছে রামসন্না"। খুবই প্রচলিত প্রবাদ। এই প্রবাদই ফললো। প্রথম দিকে আবাদের আলামত খুব ভালো মনে হলেও, শেষের দিকে মহাবিপর্যয় দেখা দিলো। এ বছরের খরাটা নজীরবিহীন খরা। বিগত আশ্বিন মাসের পর থেকে এক ফোঁটা বৃষ্টি

www.pathagar.com

নেই। বৈশাখ মাস না পড়তেই দিঘীর পানি শুকিয়ে এলো। জমি তেতে আগুন হয়ে উঠতে লাগলো। এ বেলা পানি দিলে ও বেলায় শুকিয়ে সাদা হয়ে যায়। এর সাথে পানি শুকিয়ে দিঘীর এত তলায় এলো যে, অল্প দিনের মধ্যেই হয়তো আর পানি তোলাই সম্ভব হবে না।

সবার ধানেই পুরোপরি থোড় এসে গেছে। শিষ বেরুবে দুই চার দিনের মধ্যেই। গোড়ায় সব সময় পানি থাকায় আক্কাস আলীর ধানের শিষ ইতিমধ্যেই বেরিয়ে গেছে অনেকগুলো। এই সময় পানির চালক ঘোষণা দিলো– এই সেঁচাই শেষ সেঁচা। আর পানি তোলা সম্ভব নয়। মজুরেরা চলে গেছে।

এ খবরে আর যে যতই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠুক আক্কাস আলী চীৎকার করে মাথায় তুললো গোটা গাঁ। এক দেড় ইঞ্চি পানি তখনও তার ধানের গোড়ায় আছে। তবু "পুড়ে গেল- পুড়ে গেল, আমার ধান পুড়ে ছারখার হয়ে গেল," বলে হামলা হাঁকের জোরে সে তার জমিটাই আগে ডুবিয়ে নিলো। অন্য দেরও আসলেই তখন ইয়া নফ্সী অবস্থা। তোর-জোরের মাধ্যমে নিজ নিজ জমি ভিজিয়ে নিলো তারাও। বাদ পড়লো হুসেন আলীর জমি। "দিবো-দিচ্ছি করে করে গত দুই দুইটি সেঁচাতেও হুসেন আলীকে পানি দেয়নি পানি চালক। এবারও তার জমি বাদ পড়েই রইলো। তার আবাদের তখন একদম অন্তিম অবস্থা। তার ধানেও পুরোপুরি থোড় এসে গেছে। প্রায় এক মাস যাবত পানি না পাওয়ায় এই তীব্র খরাতে থোড় সমেত তার ধানের গাছ নেতিয়ে পড়েছে মাটিতে। কুঁকড়ে গেছে পাতা, দুমড়ে গেছে ডাঁটা। ধূলো উড়ছে জমিতে। আজ কিংবা নেহায়েত কালপরশুর মধ্যেও তার জমিতে পানি না গেলে তার ধান গাছ সাকুল্যে খড় বনে যাবে। পরে পানি দিয়ে ডুবিয়ে দিলেও ঐ খড়ে আর জীবন ফিরে আসবে না।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। এই অবস্থার মুখে পরের দিন সকাল বেলা পানিচালক আবার ঘোষণা দিলো "আজকের সেঁচাই শেষ সেঁচা।" শুনেই ফের লাফিয়ে উঠলো আক্কাস আলী শাকিদার। বেটা পুত ভাই ভাস্তে সহকারে লাঠি হাতে ছুটে এলো জমিতে। পানি চালককে বললো- জান যদি বাঁচাতে চাও, এ বেলা আমার জমিতেই পানি দাও। ও বেলা যাকে খুশি দিও।

লাঠির মুখে ভুত পালায়। পানির চালক তো নিতান্তই মানুষ। একমাত্র হুসেন আলী ছাড়া সবার জমিতেই পানি দেয়া হয়ে গেছে।

দুপুরের দিকে হুসেন আলীকে দিলেও চলবে বোধে পানি চালক আবার আক্কাস আলীর জমিতেই পানি দেয়া শুরু করলো।

সূর্যটা মাথার উপর উঠে এলো। আক্কাস আলীর পানি নেয়া আর শেষ হয়না। দেখে শুনে হুসেন আলীও মরিয়া হয়ে উঠলো। সে তারস্বরে চীৎকার শুরু করলো। তার চীৎকার শুনে ছুটে এলো সারা মাঠের লোকজন। তারা এবার হুসেন আলীর পক্ষ নিলো। পানি তখন আক্কাস আলীর ধানের গোছের অর্ধেক পর্যন্ত উঠে গেছে। তাই শেষ পর্যন্ত ক্ষান্ত হলো আক্কাস আলী। পানি চালক এবার আক্কাস আলীর জমির মুখ বন্ধ করে দিয়ে হুসেন আলীর জমিতে পানি দেয়া শুরু করলো।

www.pathagar.com

সেদিন শুক্রবার। হুসেন আলীর জমিতে পানি ঢোকা শুরু হতেই মসজিদে জু'মার আযান শুরু হলো। আযান শুনে মাঠের লোকজন মাঠ থেকে উঠে আসতে লাগলো। হুসেন আলীও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। গরীব হলেও হুসেন আলী পরহেজগার লোক। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। আযানের ধ্বনী কানে আসতেই হুসেন আলীর স্মরণ হলো গত জু'মায় ইমাম সাহেবের নসিহতের কথা। গ্রামের মসজিদের গ্রাম্য ইমাম সাহেব তাঁর সাদামাটা জ্ঞান অনুসারে ওয়াজ নসিহত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, জু'মার নামাজ পড়ার জন্যে যে সবার আগে মসজিদে আসে, সে উটের পরিমাণ সওয়াব পায়। তার পরে যে আসে, সে পায় গরুর সমান। তারপরে ছাগলের সমান, তারপরে মুরগীর সমান। সবার শেষে যে আসে, সে পায় ডিমের সমান সওয়াব।

পরপর দুই জু'মাতে অনেকখানি দেরীতে গেছে হুসেন আলী। আজও দেরী হলে সওয়াব খুবই কমে যাবে ভেবে সে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো। আর তার চিন্তা কি? সকলেরই পানি নেয়া হয়ে গেছে। কেবল তার জমিতেই পানি যাচ্ছে এখন। আপ্‌ছে আপ্ জমি তার ভরে যাবে।

এই চিন্তা করে তখনই হুসেন আলী ছুটে এলো বাড়ীতে। তড়িঘড়ি তৈরী হয়ে মসজিদের দিকে চললো।। মনে তার অনেক খানি শান্তি এখন। নামাজ পড়ে গিয়ে খাওয়া দাওয়া সারতেই জমি তার ভিজে যাবে। জমি একবার ভিজে গেলে আর ভয় নেই। ফলে বেরুবে ধান। আর পানি না পেলেও তার ধান আর মরবেনা। এই ভেজাতেই পেকে যাবে ধান।

হুসেন আলী ধীরে সুস্থে নামাজ আদায় করলো। নামাজ অন্তে মিলাদে শামিল হলো। আখেরী মোনাজাতে বৃষ্টির জন্যে দোআ করে সে বেরিয়ে এলো মসজিদ থেকে। বাড়ীতে গিয়ে খেয়ে দেয়ে সে জমিতে যাবে স্থির করলো।

কিন্তু বাড়ীর দিকে আসতেই তার খেয়াল হলো, আক্কাস আলীকে সে মসজিদে দেখেনি। চমকে উঠলো হুসেন আলী। সর্বনাশ! এর মধ্যে বেঈমান আক্কাস আলী আবার কি করে বসলো, কে জানে?

পথ থেকেই সে জমির দিকে ছুটলো। জমিতে এসে পৌঁছেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো হুসেন আলী। যা ভেবেছে, তাই। জমি তার আধা কাঠাও ভেজেনি। তার জমির মুখ বাঁধা আর আক্কাস আলীর জমির মুখ খোলা। সেই থেকেই সব পানি আক্কাস আলীর জমিতে গিয়ে পড়েছে। এখনও চির চির করে পড়ছেই।

এ কাজটি আক্কাস আলী নিজেই করেছে। আজকের সেঁচাই শেষ সেঁচা। আর সেঁচা পাবেনা। যদি তার জমির পানি এক ইঞ্চিতে নেমে আসে, তাহলে তার ধানের ফলন কমে যাবে ভেবে আক্কাস আলী নিজেই এ কাজ করে গেছে।

আবার হুসেন আলীর চীৎকারে ছুটে এলো লোকজন। ঘটনা দেখে তাজ্জব হলো তারা। সবাই ফের প্রশ্ন করলো আক্কাস আলীকে। মারাই তাকে উচিত ছিল। কিন্তু আক্কাস আলীর জনবলের ভয়ে তার গায়ে হাত দেয়ার সাহস কারো হলো না। সবাই তাই প্রশ্ন করলো আবার। কিন্তু আক্কাস

www.pathagar.com

আলীর ঐ এক জবাব। সে এর কিছুই জানেনা। হয়তো এটা কোন রাখাল পাখালের কাজ। নীচের জমিতে পানি খুব দ্রুত বেগে যায়। তাই হয়তো পানির দৌড় দেখার জন্যে কোন দুষ্ট ছেলেপুলে একাজ করেছে।

হুসেন আলী ডুক্‌রে উঠে সবাইকে বললো– ভাইজানেরা একটা কিছু করুন– একটা কিছু করুন। আমার ধান বাঁচান!

কি আর করবে তারা? ডোবার, মানে গর্তের জমানো পানি সব শেষ! তাই একে একে কেটে পড়লো সকলেই।

হুসেন আলী বাড়ী ফিরে সটান হয়ে পড়ে গেল। আগামী কালের মধ্যেই তার আবাদ খড়ি হয়ে যাবে। হুসেন আলী বুক চাপড়াতে লাগলো। খাওয়া দাওয়া আর হলো না। মেঝেতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলো। কেবলই তার চিন্তা– সারা বছর তারা খাবে কি? দেনা শোধ করবে কি দিয়ে? ঘর ছাইবে কি করে? কাপড় চোপড় কেনা থেকে শুরু করে সারা বছরের খরচপাতি চালাবে সে কোন উপায়ে?

পড়ে থেকে ভাবতে লাগলো– ইতিমধ্যে দুই এক ফোঁটা বৃষ্টিপাতও হতো যদি, তবু হয়তো ধানের গাছ তার আরো দু'একদিন বাঁচতো। কি যে বছর পড়েছে, এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। ঐ ভাবেই অনাহারে সারাবেলা গেল। প্রচণ্ড গরমে ঘেমে তেতে সাঁঝরাতও গেল। পড়ে থেকে আহাজারি করতে করতে মাঝরাতের দিকে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে গেল হুসেন আলী।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে খোয়াব দেখতে লাগলো- আসমানের পশ্চিম কোণে বিপুল মেঘের সঞ্চার হয়েছে। আস্তে আস্তে সারা আসমান ঢেকে নিচ্ছে পেঁজা পেঁজা তুলার মতো সাদাকালো মেঘ। গুড় গুড় করে মেঘ ডেকে উঠলো। এরপরেই শুরু হলো বর্ষণ। নীরব বর্ষণ। বিনা ঝড়ে বিনা বাতাসে মুষল ধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। নেচে উঠলো হুসেন আলীর হৃদয়। ঘুমের মধ্যে থেকেই সে আলহাম্‌দুলিল্লাহ– আলহাম্‌দুলিল্লাহ বলে বিড় বিড় করে আওয়াজ দিতে লাগলো।

ছ্যাঁৎ করে অকস্মাৎ পানির ধারা গায়ে পড়লো। পানির ধারা গায়ে পড়তেই চমকে উঠলো হুসেন আলী। ভেঙ্গে গেল ঘুম। কিছুক্ষণ বসে রইলো বেহুঁশ হয়ে। তখনও পানির ধারা ঝড়ে পড়ছে গায়ে। ঝড়ে পড়ছে আরো বেগে।

সম্বিতে ফিরে এসেই সে দেখলো–পানি ঝরে পড়ছে তার ঘরের চালের ফুটো দিয়ে।

সাথে সাথেই খেয়াল হলো, কি তাজ্জব। সত্যি সত্যিই বর্ষণ শুরু হয়েছে। প্রবল বর্ষণ। মেঘ ডাকছে গুড় গুড় করে।

গায়ে চিম্‌টি কাটলো সে। চিম্‌টি কেটে দেখলো, না, মোটেই আর খোয়াব নয়। এখন পুরোপুরি হুঁশেই আছে হুসেন আলী। আনন্দে পুনরায় নেচে উঠলো সে। আঁজলা পেতে পানি ধরে সারাগায়ে মাখতে লাগলো। আর মহানন্দে এবার আলহাম্‌দুলিল্লাহ–আলহাম্‌দুলিল্লাহ বলে মুক্ত কণ্ঠে আওয়াজ দিতে লাগলো।

www.pathagar.com

বাল বাচ্চা নিয়ে ঘরের এক কোণে অনাহারে ঘুমিয়েছিল হুসেন আলীর বিবি। আওয়াজ শুনে সে চম্‌কে উঠে বললো– কি হলো–কি হলো? তুমি এমন করছো কেন?

হুসেন আলী সসব্যাস্তে বললো–শোকরিয়া আদায় করছি বিবি। আল্লাহতায়ালার শোকরিয়া আদায় করো। খেয়াল করে দেখো, আল্লাহতায়ালার রহমত বর্ষণ হচ্ছে।

খেয়াল করে, তার বিবিও তাজ্জব হলো। বিমুগ্ধ হলো আল্লাহর এই রহমতে। স্বামী স্ত্রী একসাথে বসে আল্লাহতায়ালার শোকরগুজারী করতে মনোনিবেশ করলো।

এই বছরের সব কিছুই নজীরবিহীন। এতবড় খরা দু'দশ বছরের মধ্যে পড়েনি। তার চেয়েও বড় কথা, বোশেখ মাস পড়তে না পড়তেই এত অধিক বর্ষণ হুসেন আলীর স্মরণকালের মধ্যে আর হয়নি। মাঝরাত থেকে শুরু করে পরের দিন নাস্তার ওয়াক্ত পর্যন্ত এত বেগে, নীরবে ও মুষলধারে বর্ষণ এই সময়ে আর কখনো হয়েছে বলে হুসেন আলী খেয়াল করতে পারলো না।

বৃষ্টি ধরে আসতেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো হুসেন আলী। দেখলো খাঁ খাঁ করা মাঠে এখন থৈ থৈ করছে পানি। উঁচু জায়গা থেকে কলকল রবে পানির ধারা নীচের দিকে নামছে।

হাসিমুখে হুসেন আলী জমির দিকে ছুটে এলো। ধান যাদের মুমূর্ষু ছিল তারাও হাসি মুখে ছুটে এলো জমির দিকে। ছুটে এলো আক্কাস আলীও। তবে হাসি মুখে নয়। মুখে তার তখন কেবলই হায় হায় শব্দ।

জমিতে এসে হুসেন আলী দেখলো, আক্কাস আলীর জমি ডুবে সরোবর হয়ে গেছে। ঐ সাত আট বিঘে জমির কোথাও ধানের একটা পাতারও কোন চিহ্ন নেই। ওসব এখন অনেক পানির নীচে। আক্কাস আলীর জমি ভরে পানি এখন হুসেন আলীর জমিতে উঠে এসেছে। তার ধানের গোড়ায় তিন চার ইঞ্চি পানি দাঁড়িয়ে গেছে। দীর্ঘদিন পর অঢেল পানি পেয়ে নবজীবন লাভ করেছে তার ধানের গাছ। এর মধ্যেই তার ক্ষেতের চেহারা পাল্টে গেছে। ধানের গোছা সতেজ ও সোজা হয়ে গেছে। তার আবাদ এখন হাসছে। হাসছে আর পাঁচজনের আবাদও।

আর আক্কাস আলীর আবাদ? জমিতে পানি নেয়ার ব্যাপার আক্কাস আলীর অমানুষিক আচরণের জন্যে আল্লাহর গজব পড়েছে তার জমিতে। শিষ বেরোনোর কালে একদিন এক রাত্রি পানির নীচে থাকলেই সে ধান একদম শেষ। সেখানে আক্কাস আলীর পানির খায়েশ এমন চূড়ান্ত ভাবে মিটেছে যে, বোশেখ মাসের খরতাপেও আক্কাস আলীর ধানের গাছ অত:পর আর কতদিন কতরাত্রি পানির নীচে পচবে, তা আল্লাহ মালুম। আল্লাহতায়ালার কি আজব বিচার।

জমির অবস্থা দেখে আক্কাস আলী অজ্ঞান হয়ে সটান পড়ে গেল তার জমির পাশে।

হুসেন আলী নিজের গায়ে চিম্‌টি কাটলো আবার। চিম্‌টি কেটে অনুভব করলো, না, কোন নেশা, ধাধা বা বিভ্রান্তিও নয়। রীতিমতো হুঁশেই আছে হুসেন আলী।

বলে গেল উস্তাদ আর নীরব হয়ে শুনে গেল সাগরেদ। এই পর্যন্ত বলে উস্তাদ থামলে সাগরেদ উল্লাসভরে বললো- মারহাবা- মারহাবা। আল্লাহর মার দুনিয়ার বার।

www.pathagar.com

উস্তাদ বললো– তাই নয়? বলো।

সাগরেদ বললো–জি–জি, বিলকুল। তা বলছিলাম, পাথরের এই মূর্তিগুলো কে তৈয়ার করলো উস্তাদ?

উস্তাদ বললো–এই ঘটনার অনেক দিন পরে একজন অত্যন্ত আল্লাহভক্ত এবং অত্যন্ত ধনবান মুমিন মুসলমান ব্যক্তি এখানে আসেন। এই কাহিনী শুনে তিনি আল্লাহর মাহাত্ম্য জাহির করার জন্যে এখানে এই পাথরের মূর্তিগুলো তৈরী করেন। সেই সাথে এখানে পথিকদের যাতায়াতের জন্যে একটা পথ আর ছায়ার জন্যে একটা ছাউনিও তৈয়ার করে দেন।

সব কথা শুনার পর সাগরেদ বললো–ঠিক আছে উস্তাদ, এবার, উঠা যাক–

উঠে দাঁড়ালো সাগরেদ উস্তাদ দুইজনই।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

বুড়ির ঘুড়ি

শফীউদ্দীন সরদার

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com